অতিথি

শ্রীসুবোধ বসু

বীণা লাইব্রেরী
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, ১৯৫২

আট আনা

নী-১০৪
Acc ২৬৫২
২৫।৫।২০০৬

প্রিণ্টার—শ্রীনিশিকান্ত দাশ
সাধনা প্রেস, ঢাকা।

অতিথি

প্রহসন

প্রথম দৃশ্য

[পট উঠাইলে দেখা গেল রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার। খোলা একটা জান্‌লা দিয়া কিছুকাল পরে প্রভাতের আলোর একটু আভাস পাওয়া গেল। আলো যখন আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তখন দেখা গেল সেটা একটা লাইব্রেরী-ঘর। বই-এর সেল্‌ফ্; বড় বড় দু-একটা ছবি। মাঝখানে বড় একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। কতগুলি চেয়ার ইতঃস্তত ছড়ান। একধারে একটা মশারি টাঙান রহিয়াছে কিন্তু কোনো খাট পালঙ্ক নাই।

ঘরের দরজা একটা নিঃশব্দে খুলিয়া গেল। বাড়ীর প্রধান ভৃত্য বনমালী প্রবেশ করিল। মশারিটার কাছে আগাইয়া গিয়া কি চিন্তা করিয়া চুপ করিয়া রহিল। আলো এখন বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিছুকাল অপেক্ষা করিবার পর—]

বনমালী

বাবু! [মশারিটা একটু নড়িয়া উঠিল] বাবু! [ঘুমভাঙা অর্দ্ধেন্দু চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে মশারিটির ভিতর হইতে বাহির হইল। অর্দ্ধেন্দু সুপুরুষ; বয়স আন্দাজ সাতাশ। চুলগুলি এলোমেলো হইয়া কপালে আসিয়া পড়িয়াছে। চোখ দুটি নিদ্রালসে স্তিমিত থাকিলে, দীর্ঘ মনে হয়। ঠোঁট দুটি সুকুমার—চেহারাটা একটু লাজুক গোছের তাহা দেখিলেই সন্দেহ হইতে পারে কিন্তু ঠোঁট ও চিবুক দেখিলে বেশ বুঝা যায়। মৃদু হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে জিজ্ঞাসু-চোখে ভৃত্যের প্রতি তাকাইল। বনমালী এদিকে মশারিটা তুলিয়াছে। তখন দেখা গেল অর্দ্ধেন্দু একটা ইজিচেয়ারে ঘুমাইয়াছিল]

বনমালী

বাবু! আরো তিনবাবু এইমাত্র এয়েছেন; ঐ যে যারা দু'হপ্তা আগে মাসখানেক থেকে চলে গিয়েছিল।

অর্দ্ধেন্দু

[উদাস-ভাবে] হুঁ।

বনমালী

ইষ্টিশনে তাদের গাঁয়ের আরো নাকি পাঁচ জন রয়েছে তারাও নাকি এ-বাড়ীতেই এসে উঠবে। বাবু জায়গা হবে কোথায়? বাড়ী আপনার হোটেল হয়ে উঠ্ল বাবু।

অৰ্দ্ধেন্দু

কাল যে বুড়া বাবুদের যাবার কথা ছিল তাঁরা যান্‌নি।

বনমালী

না। তাদের মোকদ্দমার তারিখ পড়েছে। আরো দিন সাতেক তারা থাকবেন বল্লেন। [অৰ্দ্ধেন্দু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।]

অৰ্দ্ধেন্দু

আর ঐ আমার পিসীর খুড়ার শ্বশুরের শালার শ্বশুর; তার তো যাবার কথা ছিল কাল ভোরেই। তার বিছ্‌নাটাতো খালি আছে।

বনমালী

না তার যাওয়া হ'লো না। তার বাতের ব্যামোটা হঠাৎ বেড়ে যাওয়াতে আরো কিছুদিন থেকে চিকিৎসা করাবেন মনে করেছেন। আপনাকে ডাক্তার আন্‌তে বলবার জন্য বলে দিলেন। কাল কবিরাজের টাকা আমাদের তহবিল থেকেই নিয়েছেন। [অৰ্দ্ধেন্দু ঢোক গিলিল]

আর ঐ বাবার বন্ধুর ভাগ্নের নাত্‌-জামাই ?

বনমালী

তিনি কোকো আর ডিমের পোচ্‌ হুকুম দিয়েছেন। কাল রাতে বলে গিছলেন খিচুড়ী খাবেন। ব্রজঠাকুর কাট্‌লেট্‌

করতে ভুলে গিছ্‌ল বলে খিচুড়ীর থালা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

অর্দ্ধেন্দু

হুঁ।

বনমালী

কিন্তু বাবু ঐ যে আপনার দিদিমাদের দেশ থেকে বুড়ো বাবু এসেচেন তাকে নিয়ে মহামুস্কিলে পড়েছি। দৈনিক এক সের করে ছাগলের দুধ না হ'লে তিনি তো চটে মটে আগুন,—কিন্তু এদিকে ছাগলের দুধ তো আমি জোগাড়ই করতে পারি না। বাবু আপনিই বলুন তো সে কি আমার দোষ,—গয়লা ব্যাটারাও এমন হয়েছে কোনো ব্যাটা যদি ছাগলের দুধ রাখে। নইলে আন্‌তে আমার আর কি আপত্তি,—পয়সা আপনার,—আপনার অতিথ্‌দের খাওয়াব তাতে আমার কি? [অর্দ্ধেন্দু বিব্রত ভাবে ঘাড় নাড়িল]

সবশুদ্ধ আজ ক'জন আছেন ওরা?

বনমালী

আজ্ঞে এদের নিয়ে পনেরো জন হলেন। আগের মাসের চেয়ে কিছু কমেছেন। আপনার কিন্তু বাবু সত্যি বল্‌তে কি আমার বড় রাগ হয়। যত রাজ্যের যত লোক এসে মাসমাস এখানে থেকে যাবে—তাও না আছে এদের একটু হুঁসপবন,

না আছে একটা কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান। রাগ কি সাধে হয় বাবু, এদের জ্বালায় নিজের শোবার ঘরেও আপনার জায়গা হ'লো না শেষে চেয়ারে শুয়ে আপনাকে রাত কাটাতে হয়। আমি হলে কিন্তু বাবু শক্ত হতুম—যে সে এসে আমার বাড়ীতে হোটেল বসাবেন সে আমি ঘট্‌তে দিতাম না—হুঁ। আমি হ'লে—

অর্দ্ধেন্দু

আহা কি বল বনমালী! এঁরা সব আসেন, এঁদের তো আর চলে যেতে বা না আস্‌তে বলতে পারব না। চুপ কর, এ সব শুনলে ওরাই বা কি মনে করবেন। [একটু চুপ] ওদের ভোরের খাবার ব্যবস্থা ট্যাবস্থা কি করেচ?

বনমালী

তা আজ্ঞে সব প্রস্তুত হচ্চে। মনু বাবু খাবেন কেকো আর ডিমের পোচ্‌; মুকুন্দবাবু চা আর টোষ্ট আর ডিম সেদ্ধ; অনুকূল বাবু খাবেন চিড়ে দৈ। অখিল বাবু ডন্‌ করেন, তিনি ছোলা সেদ্ধ, মাখন আর পেস্তার সরবত করতে বলেছেন। কুমু বাবুর শুধু এক পেয়ালা দুধ মিশ্রি দিয়ে। বিভূতি বাবুর চাই চিড়ে ভাজা আর নারকোল কোরা। আর কারুর জন্য লুচি আর ডাল্‌না, না হয় পরোটা আর অমৃতি এই সব। তাছাড়া বুড়ো বাবুদের জন্য তামাক আন্‌তে হবে। গঙ্গা বাবু খান্‌ মিঠে, যোগেশ বাবু খান কড়া। মনু

বাবুর চাই কাঁচি চুরুট ; কনু বাবুর বিড়ি ! আর বিশু বাবু—[ঘরের দরজাটা অকস্মাৎ খুলিয়া গেল। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এক ক্যাম্বিসের ব্যাগ ও ছাতা বগলে উপস্থিত হইলেন। দাড়ি গোঁফে মুখ আচ্ছন্ন, যেমন কালো তেমনি মোটা। জুতোটাতে যত রাজ্যের ধূলো কাদা লাগিয়া আছে। তিনি ময়লা ব্যাগটা ও ছাতাটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপরে অনায়াসে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তীক্ষ্ন গর্ব্বিত দৃষ্টিতে ঝাঁটার মত একবার অর্দ্ধেন্দুর পানে চোখ বুলাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত অর্দ্ধেন্দুর প্রতি ক্রুদ্ধস্বরে]

আগন্তুক

বলি প্রণাম করতে পার না ? দু-পাতা ইংরেজি শিখে সে জ্ঞানও হারিয়েছ নাকি ?

অর্দ্ধেন্দু

[বিব্রত-ভাবে] আপনাকে কিন্তু চিন্‌তে পারছি না ত।

অগান্তুক

চিন্‌তে পারছ না তো হয়েছে কি ? হামেশাই কি আর আমি তোমার বাড়ী আসি যে চিনতে পারবে ? চেনে নয়নপুরের লোক—নায়েব মশাইর নাম শুন্‌লে ছেলে বুড়ো ভয়ে কাঁপতে থাকে। আগে নমস্কার কর ,—তারপর পরিচয় দিচ্ছি।

অর্দ্ধেন্দু

[দ্বিধা না করিয়া] আজ্ঞে—

আগন্তুক

কি, প্রণাম করতে তোমার মান ক্ষয় হয়? গোপেশ্বর ভট্চাজের পদধূলির জন্য নয়নপুরে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। আর তুমি কোথাকার কোন্ নবাবপুত্র যে গুরুজনকে একটা প্রণাম করতে তোমার অপমান লাগে? চল্লুম তবে,—এখানে আর এক মুহূর্ত্ত নয়। নিতান্ত আত্মীয়পুত্রের বাড়ী বলেই এসেছিলাম, নয় ত কলকাতা সহরে কত গণ্ডা লাখোপতি গোপেশ্বর ভট্চাকে বাড়ী নেবার জন্য লালাচ্ছে তার ঠিক নাই! শোনো মূর্খ, আমি তোমার বাবার সাক্ষাৎ কাকার মাসতুত ভাইয়ের সাক্ষাৎ কাকার শ্বশুর। [ব্যাগ ও ছাতা উঠাইয়া দ্বারের দিকে হন-হন করিয়া হাঁটিয়া চলিয়া গেল। তারপর সহসা ফিরিয়া] কেমন যাবো চলে? থাক্‌তেও বল্‌বে না?

অর্দ্ধেন্দু

আপনি দয়া করে থাকলে তো অত্যন্ত খুসী হবো, আর কি বলতে পারি? [প্রৌঢ় তখন ফিরিয়া আসিল। একটু দ্বিধা করিয়া অর্দ্ধেন্দু একটা প্রণাম করিয়া ফেলিল]

গোপেশ্বর

দীর্ঘজীবি হও বাছা। এই তো সুবুদ্ধি ফিরে এসেচে। গুরুজন দেবতার মতো,—দেবতাকে নমস্কার না করেও

গুরুজনকে শ্রদ্ধা করলে স্বর্গপথ অক্ষয়। [বনমালীর দিকে ফিরিয়া] ওহে শোনো, আমি কিন্তু ভাত খাই না,—লুচির ব্যবস্থা করো। বিশেষ কিছু করতে হবে না, লুচি, পাঁটার ঝোল, মাছের কোর্ম্মা, চাটনী আর রাবড়ি। আর এখন কিছুটা কাঁচা ছানা আর মিশ্রি হলেই হবে।

অর্দ্ধেন্দু

বনমালী, বাবুকে একটা ঘর দেখিয়ে দাও।

[তাহাদের প্রস্থান]

[অর্দ্ধেন্দু একটা টুথ্-ব্রাসে পেষ্ট মাখিয়া দাঁতন করিতে লাগিল। এমন সময় আর একজন চাকর আসিয়া খবরের কাগজ দিয়ে গেল। অর্দ্ধেন্দু সেটা খুলিয়া লইতেই একজন অতিথি ঘরে ঢুকিয়া—]

অতিথি

কী খবর লিখ্ছে আজকে [আগাইয়া আসিয়া] দেখি দেখি। [এক হাত দিয়া কাগজটা কাছে আকর্ষণ করিয়া] উঃ ভারী জোর খবর। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই ছোঁড়া-গুলির আস্পর্দ্ধা দেখ না, যাবে ইংরেজের সঙ্গে লড়তে। আর জব্দও হয় তেমনি,—দেখি ভাল করে। [কাগজ সম্পূর্ণ টানিয়া লইয়া চোখ বুলাইতে লাগিল। অর্দ্ধেন্দু নির্ব্বাক ভাবে দাঁত মাজিতে লাগিল] সহসা চীৎকার করিয়া ডাকিয়া] কেমন মন্মুচন্দ্র, বলেছিলাম কিনা—যে নেপচুন

থিয়েটারে আজ টোডরমল্ল হবে। বলি বড় যে বাজী রেখেছিলে, দেখনা এখন চাঁদ তোমার— [বলিতে বলিতে কাগজ লইয়া সে অন্তর্হিত হইয়া গেল]

[মুখ ধুইবার জন্য অর্দ্ধেন্দু বাহির হইয়া গেল। মনু ঘরে প্রবেশ করিল। সিল্কের পাঞ্জাবী গায়, পায়ে চক্‌চকে পাম্প্‌। চুল বারো আনি, চার আনি ছাঁটা। সে আসিয়া ইজি চেয়ারটা দখল করিয়া টেবিলটার উপর পা তুলিয়া দিল এবং একটা সিগ্রেট ধরাইয়া গান ধরিল। তারপর গান থামাইয়া হাঁকিল, বনমালী, বনমালী]

মনু

[ডাকিয়া] বনমালী! বনমালী! ইডিয়টগুলির যদি একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকে। আধ ঘণ্টা হ'লো কোকো আর পোচ্‌ অর্ডার করেচি এতক্ষণেও তার দেখা নেই। যত সব ই-রেস্‌পন্সএব্‌লদের আড্ডা হয়েছে এ জায়গাটা; টায়ার্ড হয়ে পড়েচি বাবা। বনমালী, ওহে বনমালী চন্দর [বনমালী প্রবেশ করিল] কিহে, দুপুরের আগে কি ভোরের খাবার তোমাদের বাড়ীতে পাওয়া যাবে না? এমন জায়গায় জন্মে—

বনমালী

আজ্ঞে আপনার ঘরে তো দিয়ে আসা হয়েছে।

মনু

কোথায়, ঐ ডান্‌জেনটাতে! ওখানে তোমার বাবুকে বসে খেতে ব'লো,—আমি বাপু ঐ ছোট ঘরেই খাওয়া শোওয়া চান করা সব সারতে পার্‌ব না। শোনো বাপু, ওগুলি এইখেনে নিয়ে এসো।

বনমালী

কিন্তু বাবু এটা পড়ার ঘর।

মনু

পড়ার ঘর তা জানি। সেটা আমাকে শেখাতে হবেনা। লাইব্রেরীর কথা তুমি আমাকে কি শেখাবে,—আমি যখন ইস্কুলে পড়্‌তুম তখন আমাদের লাইব্রেরী ছিল,—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ঠাণ্ডা কোকো আমি খাইনে জান তো।

বনমালী

কিন্তু বাবু যে ওখানে এক্ষুনি পড়্‌তে আসবেন। পড়া-শোনার বিঘ্ন হ'লে ওর বড় রাগ হয়।

মনু

[চটিয়া] তোমার বাবু রাগ হবেন তো আমি সারা ভোরে নাই খেলাম আর কি। তার চেয়ে তোমার বাবু স্পষ্ট বলুন না কেন চলে যাই।

বনমালী

আহা সে কি একটা কথা হলো। তবে কিনা বাবু—

পড়ার ঘর। এখানে কোনো দিন,—তা আপনি বলছেন এনে দিচ্ছি। [প্রস্থান] [একটু পরে অর্দ্ধেন্দুর প্রবেশ]

মনু

এই যে অর্দ্ধেন্দু বাবু গুড্ মর্ণিঙ্। কিন্তু মশায় আপনার চাকরগুলি হয়েছে এমনি বেয়াড়া যে আর কি বলব। চল্লুম ওহে,—হ্যাঁ ভালকথা আপনার লাইব্রেরীতে ভাল বই-টই মোটেই রাখেন না দেখতে পাচ্চি। কাল সারা দুপুরটা আলমারীগুলি হাত্ড়ে ফিরেছি একটা যদি ডিটেকটিভ্ উপন্যাস পেলাম। বড় সুন্দর লেখে ঐ তিনকড়ি ভৌমিক। 'রূপসীর গুপ্তকথা' পড়েছেন? [অর্দ্ধেন্দু ঘাড় নাড়িল] পড়্বেন, বেড়ে লিখেছে। [অর্দ্ধেন্দু একটা চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর হইতে একটা বই টানিয়া পড়িতে সুরু করিল।]

মনু

আচ্ছা মশায় রোশ্‌নারাকে লাগে কেমন আপনার? রোশ্‌নাই করে কিনা? [অর্দ্ধেন্দু বিহ্বলের মত তাকাইয়া রহিল] কি রকম, রোশ্‌নারাকে চেনেন না না কি? এও বিশ্বাস করতে হ'বে? আর থাকেন কলকাতায়! একা রোশ্‌নারাই নেপ্‌চুন থিয়াটারকে রোশ্‌নাই ক'রে রেখেচে।

অর্দ্ধেন্দু

[বিব্রতভাবে] আজ্ঞে আমি থিয়েটারে যাই না।

মনু

আর দেখলেন আপনার চাকরটার কাণ্ড। পাঁচ মিনিট হয়ে গেল খাবারগুলি এখানে আনতে বলে দিলাম তো নবাবপুত্রের দেখাই—[বনমালী প্রবেশ করিল] কি হে আনতে পেরেচ ? [বনমালীর হাত হইতে কোকো ও পোচ্ লইয়া মনু অর্দ্ধেন্দুর একটা দামী সুন্দর মলাটের বয়ের উপর সেগুলি রাখিয়া আহারে মনোযোগ দিল। আড় চোখে একবার অর্দ্ধেন্দুর দিকে চাহিয়া বনমালীর প্রস্থান]

[বাহিরে খক্ করিয়া কাসি ফেলিবার একবার শব্দ হইল এবং তারপর চোখে রূপার ফ্রেমের চশমা আঁটিয়া থেলো হুকা টানিতে টানিতে যোগেশ বাবুর প্রবেশ। বৃদ্ধ, এবং কদাকার দেখিতে। সে আসিয়া অর্দ্ধেন্দুর সমুখে একটা চেয়ার টানিয়া কহিল—]

যোগেশ

ওহে অর্দ্ধেন্দুবাবু, বাবা আজ রব্বার, খাওয়ার ব্যবস্থাটা একটু ভাল করে করো দেখিনি। সেই তো আগের রব্বার পোলাও মাংশ করেছিলে তারপর এক হপ্তা একটা, ভাল খাওয়াই হ'লোনা তেমন। ব্যাটারা মাংস করে প্রায়ই কিন্তু তারই সাথে চাট্টি করে পোলাও রাঁধ্বে সে বুদ্ধি পেটে নেই। আর পরশু মাংস তো আমার রীতিমত কম [বলিয়া হুকায় জোরে টান দিয়া দারুণ কাসিয়া

উঠিল। তারপর খক্ করিয়া এক দলা কফ্ আনিয়া মেজেতে ফেলিল]

অর্দ্ধেন্দু

[শিহরিয়া উঠিয়া তারপর] আচ্ছা, বেশ তো। বনমালী শুনে যাও তো। [বনমালীর প্রবেশ] ওরা আজ পোলাও মাংস খাবেন তার ব্যবস্থা ক'রো।

বনমালী

অখিলবাবু নিরামিষ খাবেন বলেছেন। মুকুন্দবাবু শুধু ফলমূল দিয়ে একাদশী। গঙ্গাবাবু শুধু শুকতো দিয়ে ভাত, বিভূতিবাবু খাবেন শুধু দই আর সন্দেশ।

যোগেশ

তা ওরা ওসব খান্ গিয়ে আমার কি বলবার আছে। কিন্তু আমি বাবু আজ পোলাও মাংস ছাড়া কিছু খাবনা। আর, হ্যা দেখ বৌবাজার থেকে কিছু রাব্ড়ি দেখে নিয়ে এসো তো।

মনু

আর কিছু ডিমের চপ্।

যোগেশ

[হুকাটা টানিয়া দেখিয়া] উঁহু আগুন নেই। [কলিকাটা সেক্রেটারীয়েট টেবিলটার উপর উপুড় করিয়া ছাই ফেলিয়া বনমালীর হাতে আগাইয়া দিল] নাও তো, আর এক

ছিলুম সেজে আন। শীগ্‌গীর ক'রো বাপু। [বনমালীর প্রস্থান] তখন সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করিল বিভূতিবাবু। বাতের বেদনা পিঠে বলিয়া উপুড় হইয়া চলে প্রায়। সে আসিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া অর্দ্ধেন্দুর দিকে ক্রুদ্ধ চোখে চাহিয়া বলিল]

বিভূতি

বেশ, বেশ ভদ্রতা শিখেচ। কাল রাত থেকে আছি বাতের ব্যথায় পড়ে একবার দেখতে যেতে পারলে না,—খুব অতিথি সৎকার শিখেচ যা হোক।

অর্দ্ধেন্দু

[বিব্রত ভাবে] আজ্ঞে আমি শুধু একটু আগে শুন্‌লুম। তা কবিরাজের ওষুধটা লাগিয়েছেন তো।

বিভূতি

[চটিয়া] কিন্তু কেবল কব্‌রেজের চিকিৎসার উপরই ভরসা করে থাক্‌ব কেন,—আমার কি দুঃখটা পড়েচে? বিদেশ বিভূঁয়ে এসে পড়েচি বলে মরতে তো আসিনি। তোমারও যেমন আক্কেল বাপু যে এত বড় একটা গুরুতর ব্যামোর কথা শুনেও বই টেনে পড়তে বসেচ। কেন ক'লকাতা সহরে কি ডাক্তার নেই নাকি। পাঁচ সাতটা ডাক্তার কব্‌রেজ একত্র হ'লে তবেই না চিকিৎসা—[যোগেশের দিকে চাহিয়া] কেমন কিনা?

যোগেশ

তাতে আর সন্দেহ কি ?

বিভূতি

তবে বলেন ত, অনাত্মীয়ের বাড়ী ব'লেই না আমাকে কব্‌রেজের হাতে ছেড়ে দিয়েছে ! নইলে একজনের চিকিৎসা করতে কত টাকাই আর ব্যয় হয়। [অর্দ্ধেন্দুর দিকে] এক গৃহাগত অতিথির জন্য যদি পাঁচ-সাতশো টাকা ব্যয় হয় তাতেই বা এমন কি।

মন্টু

[বিভূতিকে] কিন্তু আপনিই তো সার ঐ কব্‌রেজকে ডাকিয়েছিলেন।

বিভূতি

চুপ করো ডেঁপো ছোঁড়া ! ডাকিয়েছিলাম তো কি হয়েছে। তার জন্য আমার প্রতি কারুর কোন কর্ত্তব্যই বুঝি আর থাক্‌বেনা। মহা জ্বালায় পড়েছি।

অর্দ্ধেন্দু

বনমালী ! [বনমালীর প্রবেশ] আমাদের ডাক্তার বাবুকে খবর দিয়ে এসো তো। শীগ্‌গির করে আসতে বল্‌বে।

মন্টু

[ব্যঙ্গ করিয়া] বলো অবস্থা খুব খারাপ।

বিভূতি

[চটিয়া] কি, আমার অবস্থা খারাপ! তোর অবস্থা খারাপ, যমের বাড়ি থেকে খাট এসেছে তোকে নিতে। মুখে বলতে একটু বাধ্‌ল না। কোথাকার নচ্ছার—

যোগেশ

[বাধা দিয়া] আহা চটেন কেন বিভূতিবাবু?

বিভূতি

চটি কেন? আশ্চর্য্য হলুম। এতে চট্‌ব না তো চট্‌ব কিসে? ছোঁড়া বলে কিনা আমার অবস্থা খারাপ। হ'তো যদি নিজের বাড়ি,—হুঁ। হাস্যকর মুখভঙ্গী করিল] বলে কিনা আমার অবস্থা [সহসা বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া] উঃ মাগো, ব্যথাটা আবার চাড়া দিয়ে উঠ্‌ল, উঃ উঃ [বিভূতিবাবু চেয়ার হইতে উল্টাইয়া পড়িতেছিল, অর্দ্ধেন্দু, মনু, যোগেশ প্রভৃতি তাড়াতাড়ি আসিয়া ধরিয়া ফেলিল। তারপর বনমালীকে ডাকিয়া সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে তাহার ঘরে লইয়া গেল]

[একটু পরে একটা খোলা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া অর্দ্ধেন্দু প্রবেশ করিল। সঙ্গে আসিল বনমালী।]

বনমালী

কিসের টেলী বাবু?

[নিরুত্তরে কিছুকাল ভাবিয়া তারপর] আরো দুজনের জন্য খাওয়ার তৈরী রাখতে বলে এসো ঠাকুরকে।

বনমালী

[বিস্ময়ে] আরো দুজন?

অর্দ্ধেন্দু

এরা আমাদের খুব সম্ভ্রান্ত অতিথি বনমালী। বাবার পুরানো বন্ধু বিভাসবাবু বোম্বাই থেকে আসছেন কলকাতায়। সঙ্গে তার মেয়ে আসছেন। আমাকে লিখেছেন একটা হোটেল ঠিক ক'রে রাখতে। কিন্তু সেটা ভালো দেখায় না,—তার চেয়ে বরঞ্চ এখানেই নিয়ে আসি।

বনমালী

কিন্তু থাকবার জায়গা?

অর্দ্ধেন্দু

সেটা করে নেওয়া যাবে। ছাদের উপরের ঘর দুটিতে খাট-টেবিল নিয়ে সাজিয়ে দাও। আলমারী খুলে গালচে বের করো। সিন্দুকের ভেতর থেকে রূপোর ফুলদানীগুলো। আর গদি-আঁটা ভাল দেখে কতগুলি চেয়ার। বেশ ভাল করে সাজিয়ে রাখো। দেখো এ-ঘরটাও গুছিয়ে রেখো একটু,—যা নোংরা করেছে তা বলবার নয়। আমি

ইষ্টিশানে চললুম তাদের আন্‌তে। শোফারকে গাড়ি ঠিক করতে বলে দাও তো।

বনমালী

আজ্ঞে গাড়ি নিয়ে এতক্ষণ অতিথ্‌দের একদল কালি-ঘাটের গঙ্গায় চান্‌ করতে গেচে। বিভূতিবাবু ব'লে দিয়েছেন মাটী খানিকটা নিয়ে আস্‌তে,—পিঠে মেখে বাত-বেদনা কমাবেন। গাড়িটার যে কি অবস্থা হবে ভগবানই জানেন।

অর্দ্ধেন্দু

হুঁ। যাক্ ট্যাক্সিকরেই যাবো এখন। [প্রস্থান]

[বনমালী ঘরটা গুছাইতেছিল এমন সময় মন্নু যোগেশ বাবু মুকুন্দ বাবু এবং অন্যান্য জন পাঁচকের প্রবেশ।]

মুকুন্দবাবু

বেশ, এই উপযুক্ত ঘর হয়েছে। তবে যোগেন ভায়া একটু উচ্চৈস্বরে পাঠ ক'রো,—তা বইখানার নাম বেশ, 'প্রেমের কাঠপিঁপড়া,—হেঁঃ হেঁঃ। [একটু পাঠ]

বনমালী

আজ্ঞে, আপনারা যদি অন্য ঘরে গিয়ে বসতেন তবে বড় সুবিধা হ'তো,—এঘরটা ঝেড়ে-পুছে একটু ঠিকঠাক করতাম একজন ভদ্রলোক আস্‌বেন।

মকুন্দ

কে হে তুমি ধৃষ্ট,—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

ভদ্রলোক আসবেন তো কি পিতৃনাম ভুলে যেতে হবেন নাকি! বলি আমরা কি ভদ্রলোক না?

বনমালী

আজ্ঞে তাই কি আমি বলছি, আমি শুধু—

যোগেশ

তাই বলছ না তো বলছি কি। তাইতো বলছ।

মন্নু

আমাদের কি আর কান নেই বলি কালা পেয়েছ আমাদের?

মুকুন্দ

[রাসভারী কণ্ঠে] আর কুত্রাপি নয়, এই স্থানে;—এই স্থানেই আমরা অবস্থান করব। তোমার বাবুর বাবা এসে সরায় কি ক'রে দেখি। যাও যাও এখন পথ দেখ। আর দেখ, আপেল যেন বেশী করে আনা হয়,—আজ শুধু ফলমুল খাবো। মনে আছে তো না সে এরই মধ্যে ভুলে মেরে দিয়েচ? [বনমালীর প্রস্থান]

যোগেশ

বেশ তাড়ান গেছে ব্যাটাকে। তবু শুনুন মুকুন্দবাবু,—হ্যাঁ হে মন্নু বলি কর্ত্তার কাছ থেকে আজ টোডরমল্লের টিকিটের পয়সাটা আদায় করতে পারো? ছোঁড়া হাবা-গবা

টাকা-পয়সা আদায় করতে সুবিধা [সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

মুকুন্দ

বাবা, হাবা-গবা না হ'লে আর এদ্দিন ধরে ঘাড়ে পদক্ষেপ করে দিব্য আনন্দে থাকা যাচ্ছে এখানে। হাড় মুর্খ। শাস্ত্রে আছে মুর্খদের নিপীড়ন করলে দোষ নেই।

কুসু

[বিড়ি ধরাইয়া] বিশেষতঃ নিপীড়ন করলে যদি এ হেন রাজভোগ আসে দিনের পর দিন। মাছ মাংস মিষ্টিফল-মূলএ দিব্যি রাজার হালে কাটান যাচ্ছে হিঃ হিঃ হিঃ। বাড়ী গিয়ে এখন আর ডাল ভাত মুখে রুচবে না। তাছাড়া দিব্যি বিড়ির পয়সা পাওয়া যাচ্ছে; চাইলেই পান আর দোক্তা পাওয়া যায় [সবাই হাসিয়া উঠিল]।

মন্টু

এইবার মাইরি কিনা একে-একে দু-একজন করে সরা ভাল। শেষ কালে একদিন একদিন রেগে মেগে সব না মাটী করে দেয় সার্। তারপর বদ্‌লে বদ্‌লে পরে এলেই চল্‌বে।

মুকুন্দ

তাই না তো বিভূতি-বুড়োকে বলেছিলুম কি। তার চোটেই হঠাৎ পিঠে তার বাতের রস গিয়ে দাঁড়াল। [সকলে আবার হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

একজন

তা আপনারা একটা রুটিন্ করে ফেল্লেই তো সব গোল চুকে যায়। এখন কে আগে যাবে কে পরে যাবে করেই না মারামারি। রুটিন করলে যাওয়া আর ফিরে আসার নিয়ম বাঁধা হয়ে যাবে। কেউ বেশী দিন বাইরে থাকবে না।

যোগেশ

এ প্রস্তাব মন্দ নয়। সব কিছুই সইয়ে সইয়ে করা ভাল। বেশী টানাটানি করলে ছোঁড়ার মত যদি বিগড়ে যায় তবে এ-কূল ও-কূল দুকূলই যাবে। তার চেয়ে মোকদ্দমার যদি কদিন পরে পরে দিন পরে তবে আপত্তি হতেই পারে না।

[হাসি]

মন্টু

বেশ আজই একটা রুটিন করা যাবে না হয়। মোদ্দা পোলাও মাংসটা আগে খাওয়া যাক্।

যোগেশ

আর টোডর মল্লের টিকিটের টাকাটা যদি পারো।

মন্টু

দেখ্‌বো।

একজন

চলুন আগে স্নান টান সারা যাক গিয়ে। রসুই ঘর থেকে মাংসের গন্ধ আসছে চমৎকার। পড়া এখন থাক্।

যোগেশ

তা ঠিক, আজ বাপু আমি ফার্ষ্টো ব্যাচ্-এ। সেদিন আমার কম পড়ে গিছ্‌ল। নাও ওঠো এখন [সকলে উঠিয়া পড়িয়া] প্রেমের কাঠপিপ্‌ড়াটা না হয় স্নানের পরে পড়া যাবে।

একজন

[যাইতে যাইতে] তা যাই বলুন অর্দ্ধেন্দু ছোঁড়ার কল্যাণে স্বাস্থ্যটা ভালো হয়ে যাচ্ছে। [সকলে হাসিয়া উঠিয়া প্রায় ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল এমন সময় অন্য দুয়ার দিয়া বিভাসবাবু সুনীতা ও অর্দ্ধেন্দু প্রবেশ করিল।

সুনীতা

[আশ্চর্য্য হইয়া অর্দ্ধেন্দুকে] এরা সব কারা ?

অর্দ্ধেন্দু

আমার অতিথি।

সুনীতা

আজ কি গঙ্গা চান্ টান কিছু আছে নাকি ?

অর্দ্ধেন্দু

না ওরা নিত্য নৈমিত্তিক অতিথি ; প্রায়ই ওরা এখানে থাকেন। গঙ্গা স্নান টান বিশেষ কিছু করেন না, অমনি শুয়ে বসে কাটান্।

বিভাস

তোমার আত্মীয় স্বজন বোধ হয় এরা ?

অর্দ্ধেন্দু

ঠিক জানি না।

সুনীতা

জানেন না। তবে এরা এখানে এলেন কি করে ? এরা যে দলে বেশ পুষ্ট আছে দেখতে পাচ্চি, জন দশেক হবে।

অর্দ্ধেন্দু

আরো জন নয়েক অন্যত্র আছেন। তবে এরা এখানে এলেন কি করে বলতে পারি না। বাবার সঙ্গে হয়তঃ পরিচয় ছিল, সেই সূত্রেই এখানে ওঠেন।

বিভাস

তবে শুধু এখানে আমাদের টেনে মিছে মিছি তোমার হাঙ্গামা বাড়ালে কেন বাবা। দিব্যি তো এক হোটেলে গিয়ে উঠ্‌তে পারতুম,—আর ভাল সব হোটেল হয়েছে এখন শুনেছি।

অর্দ্ধেন্দু

আপনি বলেন কি ? আমার বাড়ি থাক্‌তে আপনাকে হোটেলে উঠ্‌তে দেব ! তবে ভয় হচ্ছে আমার। বাড়ির এই হোটেলে আপনাদের অসুবিধা না হয়। [বাহিরে শব্দ]

সুনীতা

[হাসিয়া] আমাদের অসুবিধে না হয়েই পারে না। এখন আপনার ধর্ম্মশালা,—আমরা যাত্রী এসেচি। তবে একটা খাটিয়া যদি পাওয়া যায় তবে আর কথা নেই,—রাত্রি কাটিয়ে পরদিন আবার ট্রেণ ধরব।

অর্দ্ধেন্দু

আপনি অতটা শঙ্কিত হবেন না। আপনার জন্য ছাতে দু-টো ঘর ঠিক আছে,—আর যদিও খাটিয়া নেই তবে খাটের যোগাড় করব বলেছিলুম।

বিভাস

[হাসিয়া] তবে তোমার অতিথদের ভেতর পড়ে একেবারে মাঠে মারা যাব না দেখ্‌তে পাচ্চি। কিন্তু—

[বনমালীর প্রবেশ]

বনমালী

আজ্ঞে খাবার ঠিক হয়েছে।

অর্দ্ধেন্দু

চলুন

বিভাস

খাবার? খাবার কে খাবে এখন। আমাদের ভোরের খাওয়া তো গাড়ীতেই সারা গেছে। [সুনীতার প্রতি] খাবি তুই সুনীতা?

সুনীতা

উহুঁ। গঙ্গাস্নান করব। হ্যা, অর্দ্ধেন্দুবাবু, পাঁজি টাজি আছে আপনাদের বাড়ীতে। দেখুন না আজ কোনো পুণ্য তিথি টিথি একটা খুঁজে পাওয়া যায় না কি। [হঠাৎ প্রবল শব্দ শুনিয়া] ওঃ কিসের শব্দ ?

বিভাস

কি হে অর্দ্ধেন্দু, মহাতব খাঁ কি তোমার দুর্গ আক্রমণ করল নাকি ?

অর্দ্ধেন্দু

আজ্ঞে আমার অতিথ্‌রা সব স্নানের উদ্যোগ করছেন।

সুনীতা

তবে এসো না বাবা আমরাও চীৎকার করে স্নানের উদ্যোগ করি,—আমরাও তো অতিথ্‌।

অর্দ্ধেন্দু

আপনারা একটু বসুন,—আমি ওদের একটু দেখে আস্‌ছি। ওদের অভিমান বড্ড,—দেখা শুনা সব সময় না করলে রেগে যান বড়ো। ওরা ভাবেন আমি ওদের যথেষ্ট আদর করি না।

[প্রস্থান]

সুনীতা

[বনমালীকে] এটা তো পড়ার ঘর দেখতে পাচ্ছি ;

কিন্তু এ কোণায় ঐ মশারিটাই বা টাঙ্গানো কেন ? [বিভাস বাবু খবরের কাগজ তুলিয়া পড়িতে লাগিলেন]

বনমালী

আজ্ঞে বড্ড মশা,—রাত্তিরে মশারী না টাঙ্গালে কামড়ায় বড়।

সুনীতা

মশারী টাঙিয়ে পড়া-শোনা করেন বুঝি তোমাদের বাবু ?

বনমালী

আজ্ঞে না, এইখানেই ঘুমোন্। বাড়ী ভরা সব অতিথি,—বাবুর শোবার ঘরও তাদের কৃপায় খালি নেই। আর অতিথরা দিদিমণি আজও আছে কাল আছে, নড়েনও না সরেন ও না। বাবুর খুবই কষ্ট হয় কিন্তু এমনি দেবতার মত মানুষ যে বাড়ী কেউ এলে তার একটু অযত্ন—অবহেলা অসুবিধে ঘট্‌তে দেন্ না।

সুনীতা

এরা বুঝি অনেক দিন ধরে আছেন ?

বনমালী

অধিকাংশ। এই তো যোগেশবাবু আছেন তিন মাস। বিভূতি বাবু মাস চারেক। মনুবাবু সারে' তিন চার। তারপর আছেন অখিল বাবু, নন্দবাবু, অনুকুলবাবু এরা সব বছরের অধিকাংশ সময় এখানেই থাকেন। আর যারা এক সঙ্গে বেশী দিন থাকেন না তারা ঘুরে ঘুরেই আসেন, যান্।

সুনীতা

এরা বুঝি চাকরির খোঁজে আসেন।

বনমালী

কেউ বলেন মোকর্দ্দমা করতে, কেউ বলেন চিকিচ্ছে করাতে, কেউ বা চাকরীর খোঁজে। তবে সত্যি বলতে দিদিমণি কাওকেও কিছু করতে দেখিনি। দাদাবাবু সারা দুপুর অফিসে খেটে মরেন আর এরা সব দিব্যি তাস পাসা, দাবা আর ঘুমিয়ে আরাম করেন।

সুনীতা

আর কোনো আপত্তি করেন না তোমাদের বাবু?

বনমালী

আজ্ঞে দিদিমণি তবে আর বলচি কি। বাবু মহাদেব, কিছুতেই তার আপত্তি নেই। কিন্তু দিদিমণি, আমার রাগ হয় ভারি। মাসের পর মাস এরা আল্‌সেমী ক'রে বাবুর ঘাড়ে ভর করে কাটাবে; তা আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। কিন্তু বাবুর কাছে কিছুতো বলবার জো নেই। বলেন এরা এলে যেতে বলতে পারিনে তো। অথচ দিদিমণি আমি শুনেচি ওঁরা সব বাবুকে বোকা বলে' আড়ালে ঠাট্টা করে। কেননা, ওদের বসিয়ে আরাম করিয়ে খাওয়াচ্ছে। [সুনীতা ভাবিতে লাগিল] আর এদের দৌরাত্ম্যির কি শেষ আছে দিদিমণি। পান-দোক্তা, চুরুট, তামাক, বিড়ি, লেমনেড্

সোডা, বরফ। কারুর দৈই-সন্দেশ। কারুর পোলাও মাংস। কারুর সুক্তো ঝোল। কারুর চাই পাঁপড় ভাজা, কারুর পলতা ভাজা। কারুর লুচি, কারুর পুরী, কারুর গরুর দুধ, কারুর ছাগলের দুধ,—ফরমাস কুলিয়ে আর পারিনে দিদিমণি। অথচ এক মিনিট দেরী হ'লে আর রক্ষে নেই, যেন ওরা সব—

সুনীতা

[বিভাসকে] বাবা শুনচো [বিভাস ফিরিয়া তাকাইলেন] অর্দ্ধেন্দু বাবুর অতিথিদের সম্বন্ধে যা আমরা শুনেছিলাম সবই একেবারে ঠিক। [বনমালীকে দেখাইয়া] এই তো এর কাছ থেকে সব খবর শুনে নিলুম। ভদ্রলোকের ওপর এদের দৌরাত্ম্যের আর সীমা পরিসীমা নেই।

বিভাস

বেশী ভালো মানুষ হলে অমনি সকলে তাকে পেয়ে বসে। দেশের লোকগুলিই এমনি যে লোকের উদারতার সুযোগ নিয়ে তার উপর অত্যাচারের ভার চাপাতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে না।

সুনীতা

কিন্তু এ আমার সহ্য হয় না। এর একটা প্রতিবিধান না ক'রে এখান থেকে আমি কিছুতেই যাব না। অমনি কত-গুলো লোফার বসে বসে দিনের পর দিন একজনের অন্ন-ধ্বংস করবে,—তার শোবার জায়গাটুকু পর্য্যন্ত রাখবে না—শুনলে

আমার গা জ্বালা ক'রে ওঠে। আর এদের কি রকম সব ফাই-ফরমাস, তুমি যদি সব শুনতে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে। যেন সব লাট সাহেব পোলাও, মাংস, দৈ-সন্দেশ, চপ্-কাট্‌লেট্‌, লেমনেড়-সোড়া হুকুম করা মাত্র না পেলে বাবুরা রেগে লাল।

বিভাস

কিন্তু যার বাড়ী তারই যখন আপত্তি নেই তখন—

সুনীতা

তার আপত্তি নাই থাক্‌ল কিন্তু আমি বল্লুম এর একটা কিছু উপায় না করে আমি এ-বাড়ী থেকে নড়ব না কিছুতেই। আর কি অকৃতজ্ঞ লোকগুলো, ওর আতিথেয়তার ওপর জুলুম করে ভাবে বোকা পেয়ে ভারী ঠকাচ্ছে ওকে।

বনমালী

দিদিমণি আপনি এর একটা ব্যবস্থা করে দিন,—এ আর সহ্য হয় না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[প্রকাণ্ড বড় একটা ঘর। সমস্ত ঘর তক্তপোষে ভরা; তাতে এক একজনের বিছানা পাতা রহিয়াছে। মেঝেতে সতরঞ্চি পাতিয়াও কতগুলি বিছানা রচনা হইয়াছে। বড় বড় ছবিগুলির উপর কাহারও-কাহারও কাপড়-জামা

ঝুলিতেছে। এখানে-ওখানে ময়লা ছেঁড়া জুতা ছড়াছড়ি। কোথাও তামাকের ছাই পড়িয়া আছে, কোথাও থুথু। ভাল ভাল কতগুলি চেয়ারে তামাক, টিকে প্রভৃতি বিরাজমান।

এই ঘরেতে এখানে ওখানে বিছানায় মেঝেতে বসিয়া আছে যোগেশ, মনু, মুকুন্দ, নন্দবাবু, মনু, টুনু, অখিল ইত্যাদি। পট উঠিলেই দেখা গেল তাহারা ভারী উত্তেজিত অবস্থায়।)

মুকুন্দ

কোথাকার কে উড়ে এসে জুড়ে বসে রাজত্ব সুরু করলেন। তার প্রতাপ দেখ না,—দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ।

যোগেশ

অথচ আমরা যা নিজেরা তাই,—বাপকে নিয়ে তো ছুঁড়ি এখানে গিল্‌তে এসেচে— নয়ত কি ?

মনু

এ যেন হ'লো সার্ পরের ধনে পোদ্দারি,—বেশ মজা বাবা!

নন্দবাবু

কথায় বলে যার বিয়ে তার মনে নাই পাড়া-পড়সীর ঘুম নাই। এও যে তাই হ'লো।

অখিল

আজ তিন দিন ধরে পেস্তার সরবৎ পাওয়া যাচ্ছে না,— আর শালার ঐ চাকর হয়েছে যেমন বদমাস্। বল্লেই জোড়

হাত,—আজ্ঞে,—দিদিমণির কাছে বল্‌ব। দিদিমণির কাছে বলবে তো আপ্যায়িত হয়ে গেলাম আর কি! কি কাণ্ড দেখুন তো মশায় পেস্তার সরবৎ না খেয়ে মারা গেলুম যে!

মনু

টায়ার্ড হয়ে পড়ছি দাদা। দু-দিন পরে কোকো আর পোচের দেখা নেই,—কতগুলি রুটি আর হালুয়া,—ব্যাটাকে বল্লুম, পাঁচটা ডিমের পোচ, ওতে আর এমন কি খরচ লাগে,—কেপ্‌টামো করোনা। সব কথাই দিদিমণিকে বল্‌বে; আর উড়ে আসা দিদিমণিটা এমনি হাড়-কঞ্জুষ,—হাত দিয়ে একটা ডিম গলে যদি। না খেয়ে না খেয়ে রোগা ইঁদুরটি হয়ে যাচ্ছি।

যোগেশ

আর বলো না ভায়া। কোথায় গেল ভোরের লুচি ডাল্‌না আর অমৃত্তি আর কোথাই বা গেল বৌবাজারের রাবড়ি। আর দুপুরে খেতে বসে কান্না পায় ভাই, মিছে বল্‌ছিনা কান্নাই পায়। আজ পাঁচ দিন ধরে মাংস খাই না,—আর চার রকমের মাছের জায়গায় দাঁড়িয়েছে এক রকম। তাও যদি এক টুকরোর বেশী পাওয়া যায়,—বলি সুখের আর রৈল কি।

একজন

স্বাস্থ্য টেকা ভার।

মুকুন্দ

আর ডাইনী মাগীর হুকুমে তিন ঘরের লোক আমাদের জড়ো করেছে এনে এক ঘরে,—যোগেশ বাবুর নাক ডাকের চোটে রাতে না পারি ঘুমোতে—আর তোমার অখিলের শরীর মর্দ্দানোর চোটে কাক ডাকার আগেই লাফিয়ে উঠতে হয়—জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলছে।

টুনু

এদিকে পাঁচ দিন থেকে বিড়ির পয়সা বন্ধ।

মনু

আর কাঁচির।

যোগেশ

আর তামাক যা আসে তাতে [কাসিয়া উঠিয়া মেঝেতে কফ ফেলিয়া] এক ছিলুম সাজা ভার।

অখিল

মোদ্দা ঐ ব্যাটা চাকরটা আজ যদি পেস্তার সরবত না আনে তবে আর কথা নেই,—নাকের উপর বিরাশি শিক্কার একখানা [ইঙ্গিতে ঘুষি বুঝাইয়া দিল] তারপর জেলে যেতে হয় সেও ভী আচ্ছা।

মুকুন্দ

চাকরের আর দোষ কি,—এ-সব ঐ মিটমিটে ভান ছুঁড়ির কারসাজী। কর্ত্তার আমাদের বয়স কাঁচা কিনা,

খিঙ্গী বিবি দিয়েছে মাথা ঘুরিয়ে। এখন ভাঁড়ার এসেছে ওর হাতে',—বাড়ির তিনি কর্ত্রী হয়ে উঠেছেন।

যোগেশ

আর কর্ত্তার খুঁজে তো দেখাই পাওয়া যায় না,—দেখা হ'লে না হয় সব বলতে পারতাম। কদিন ধরে খাওয়াটা মোটেই যুতসই হচ্চে না,—বল্লে হয়ত পোলাও মাংস একদিন করতে পারত।

মনু

আর করতে পারত। তেমন উপন্যাস টুপন্যাস পড়েন নি তো, নইলে দেখতেন কি করে মেয়েমানুষগুলি পুরুষকে বোকা বানিয়ে দেয়।

টুনু

কামরূপে ভেড়া বানায় যেমন। আচ্ছা ভেড়া বানিয়ে শেষে তার মাংস খায় নাকি ওখানে ?

মুকুন্দ

মোটকথা এ অবস্থা আর সহ্য করা যায় না। আমি চুপ করে একটা সেদিনকার ছুঁড়ির কাছে হার মানব এ হেন ব্যক্তি আমি বটি না। এর একটা বিহিত না করলে নাম আমার মুকুন্দ বাড়ুয্যেই নয়।

মনু

টায়ার্ড হয়ে পড়ছি দাদা।

একজন

স্বাস্থ্যও ক্রমেই খারাপ হচ্চে।

যোগেশ

তেমন যুতসই একটা খাওয়াই হচ্চেনা। না হচ্চে মাংস না হয় পোলাও। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] আর রাব্‌ড়ী! বল্‌তে কি ভায়া রাব্‌ড়ীটা আমি বড্ড ভালো বাসি।

টুনু

কিন্তু কষ্ট হচ্চে বড় বিড়ি না খেয়ে। আজ পাঁচ পাঁচ দিন বিড়ি টানি না,—মুখের কথা নয়।

মুকুন্দ

অতএব বিহিত একটা করতেই হবে।

যোগেশ

অবশ্য। কিন্তু কথা হচ্চে [উপুর হইয়া বিভূতিবাবুর প্রবেশ। ঘরে ঢুকিয়া চারদিক চাহিয়া সে যখন দেখিল যে সবাই মিত্র-শ্রেণীর তখন আগাইয়া দাঁড়াইল] এই যে আসুন বিভূতিবাবু। আমরা বলছিলাম কি না যে এমত অবস্থা তো আর সহ্য হয় না। অৰ্দ্ধেন্দুর পিতৃ-বন্ধুর এই লক্ষ্মীছাড়ী মেয়েটার দৌরাত্ম্যে যে টেকা ভার হ'লো।

বিভূতি

[চটিয়া] তোমরা যেমন কাপুরুষ তেমনি সহ্য করচ এই অপব্যবহার। কেন হাতে কি তোমাদের জোর নেই নাকি, গলাতে শব্দ লোপ পেয়েছে নাকি? টেবিল, ভাঙ্গ

চেয়ার ভাঙ্গ, বাতির চিম্‌নি ফাটাও, চীৎকার করে একটা দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দাও। চাকরটাকে পিটাও, হতচ্ছাড়ী ছুঁড়িটাকে গাল দাও,—দেখ্‌বে সব গোলমাল চুকে যাবে যেমন ছিলে আবার দিব্যি তেমনি আরাম ক'রে থাকা যাবে।

মনু

কিন্তু আর শেষকালে কর্ত্তাবাবু যদি চটেমটে বেরিয়ে যেতে বলে দাদা তখন কি হবে মশায়।

বিভূতি

[ভেঙ্‌চাইয়া] বেরিয়ে যেতে বল্লেই হ'লো। আমরা যেন আইন জানিনা,—নোটিশ দিক আগে এক মাসের তবে তো উঠ্‌ব। আর তাইবা ধর, কেন,—আদালতে মোকদ্দমা টেনে ছাড়ব। এই বাড়িতে এতদ্দিন ধরে আছি,—থাকার আমাদের একটা অধিকার হয়ে গেছে,—

মনু

ওসব মশায় চালাকি চল্‌বে না। পুলিশ ডেকে ঠেঙিয়ে তাড়াবে,—তারা সত্য বাতও বুঝ্‌বেনা মিথ্যে বাতও বুঝ্‌বেনা।

বিভূতি

মিথ্যে বাত কি রকম। হতচ্ছাড়া, তুমি আমার ব্যাধির উপর ইঙ্গিত করো। লজ্জা করে না? বাত-বেদনায় এদিক ওদিক হ'তে পারিনা আর একটা অর্ব্বাচীন এসে বলবেন আমার বাত মিথ্যে। বলি, এখানে থাকার জন্য আমি

তোদের মত কেয়ার করি না কি যে মিথ্যে ছল ক'রে আঁকড়ে থাক্‌ব ? পাজী, শূয়ার,—

যোগেশ

আহা রাগেন কেন, বিভূতিবাবু। ওকি তাই বলেছে ? ও বলছে পুলিশ এসে সত্য মিথ্যে দুই— [কাশিয়া কফ ফেলিল]।

বিভূতি

[বাধা দিয়া] রাগি কেন ? ওকি বলতে চায় সে কি আমি বুঝি না,—আমি কি হাবা, আমার মগজে কি অতটুকু বুদ্ধি নেই। আমি [সহসা মুখ বিকৃত করিয়া বেদনার অভিনয় করিয়া] উঃ মাগো [চেয়ার উল্টাইয়া পড়িতে যাইতেছিল, দু-একজন ধরিয়া ফেলিয়া ধরাধরি করিয়া তাহার ঘরে লইয়া গেল। এমন সময় অন্য দরজা দিয়া প্রবেশ করিল গোপেশ্বর ভট্‌চায্]।

গোপেশ্বর

[রাগিয়া] বাড়িটা এখন কার মশায় শুনি ? এটার কি মালিক বদলে গেছে ? বলি চন্দ্রকান্তবাবুর পুত্রের বাড়ি কি আর নয় এটা ? নইলে কোথাকার এক নির্লজ্জা এসে যাচ্ছেতাই ক'রে বেড়াচ্ছে মশায় ?

যোগেশ

ব্যাপার যেন তাই মনে হচ্চে। মশায়ে না খেয়ে না খেয়ে—

গোপেশ্বর

ভাত খাইনা বলে লুচির ব্যবস্থা করতে বলেছিলুম, আর এই চারিদিন ধরে তার বদলে আস্‌চে কিনা মশায় আটার রুটী। শুক্‌তলির মত শক্ত,—দাঁত দিয়ে টেনে ছেঁড়া যায় না। শুনি আমি কি খোট্টা যে রুটী চিবিয়ে জীবন ধারণ করব? বলুন তো মশায় কাণ্ড।

মুকুন্দ

তবে আর বলচি কি এতক্ষণ মশায়! রাজভোগ এসে ঠেকেচে কুলীর খাওয়ায়,—এবার কোন্ দিন না বলে বসে, ছাতু নয়ত উপোস।

গোপেশ্বর

বল্‌লেই হ'লো আর কি। মুর্খের দেখা পাইনা, নয়ত শুনিয়ে দিয়ে আসতাম গোপেশ্বর ভট্‌চায নিতান্ত আপনার লোক বলেই দয়া ক'রে এস্থানে উঠেছিল নইলে কলকাতা সহরে ঝাঁকে ঝাঁকে লাখোপতি তাকে বাড়ি নেবার জন্য লালাচ্ছে!

যোগেশ

আর তিন দিন দেখি। তারপর খাওয়া দাওয়ার উন্নতি যদি না হয় তবে বাড়িই ফিরে যাব। এ হেন খেয়ে বিদেশে থাকা আর পোষায় না।

টুনু

ডিমের পোচের আর আশা নেই।

মন্মু

আর বিড়ির।

অখিল

পেস্তার সরবত না পেয়ে মারা যাচ্চি।

মুকুন্দ

[দাঁড়াইয়া উঠিয়া] ভাই সব, আপনাদের কাছে একটা প্রস্তাব উপস্থাপিত করচি, মনযোগ দিয়া অবধান করুন্। অর্দ্ধেন্দুর পিতৃ-বন্ধুর পুত্রীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের,—অতিথিদের,—সেবায় এ-বাড়ীতে এ-হেন অ-মন-যোগ অবহেলা, এবং ইচ্ছাকৃত অপমান হচ্চে যে এর একটা বিহিত না করলেই কোনো মতে চলে না। আমি আপনাদের ইহার প্রতিকারের জন্য আহ্বান করছি। ভাই সব, সঙ্গবদ্ধ কাজের দ্বারা পৃথিবীতে কিই না ঘটানো চলে,—এই তো রিশ্ড়ার কুলীরা সেদিন ধর্ম্মঘট ক'রে এক আনা করে মাইনে বাড়িয়ে নিয়েচে। অতএব আপনাদের আমি আহ্বান করছি আপনারা সঙ্গবদ্ধ হউন,—আসুন একসঙ্গে আমরা ধর্ম্মঘট ক'রে বলি যে আমাদের খাওয়া দাওয়ার যদি উন্নতি না হয়, যোগেশবাবুর পোলাও, মাংস, মন্মুর পোচ, অখিলের পেস্তার সরবত, ইন্দুর বিড়ি, গোপেশ্বর বাবুর লুচি, আমাদের বরফ, লেমনেড, তবে আমরা এক-যোগে নিরম্বু উপবাস ক'রে এই স্থানেই থাক্‌বো। না খেয়ে এই স্থানেই আমরা দেহত্যাগ করব—

একজন

আজ্ঞে আমি নতুন বিয়ে করেচি।

মুকুন্দ

চুপ কর মূর্খ। দেহত্যাগ কি আমরাই করব ? ও শুধু ভীতি প্রদর্শন। তারপর দেখা যাক্ কোথাকার জল কোথা গিয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থা আর সহ্য হয় না। ভাইসব আমার প্রস্তাব আপনাদের সম্মুখে নিবেদন করলাম এখন এসম্বন্ধে আপনারা কি বলেন ?

যোগেশ, গোপেশ্বর, মনু, টুনু, অখিল প্রভৃতি।

চমৎকার চমৎকার। এই একমাত্র উপায়। ধর্ম্মঘট ধর্ম্মঘট।

অন্য কয়জন

সে হয় না, সে হয় না, লজ্জার মাথা তা হলে খেতে হয়

যোগেশ, গোপেশ্বর প্রভৃতি

তা ছাড়া উপায় ?

অন্য কয়জন

আর উপায় ? উপায় নেই। এবার বাড়ি চল।

যোগেশ গোপেশ্বর প্রভৃতি

যাও কাপুরুষের দল,—একটা নির্ল্লজ্জা স্ত্রীলোকের নিকট পরাজিত হয়ে ল্যাজুড় গুটিয়ে বাড়ি পালাও।

অন্য কজন

অপমানিত হয়েও বেহায়ার মত পড়ে থাকার চেয়ে সেটা ভাল।

গোপেশ্বর প্রভৃতি

কি আমরা বেহায়া? তোদের বাপ্ বেহায়া, তোদের চোদ্দ পুরুষ বেহায়া। [হৈ চৈ পড়িয়া গেল। উভয় পক্ষই ঘুষি উদ্যত করিল। মারামারি লাগে আর কি। এমন সময় ঘরে প্রবেশ করিল বনমালী]

বনমালী

আজ্ঞে আপনারা যদি একটু আস্তে কথাবার্ত্তা চালান তবে বড় সুবিধে হয়। দিদিমণির বড্ড মাথা ধরেচে।

মুকুন্দ

ধৃষ্ট, কে তুমি হে চুপ করতে বলবার? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! তোমার দিদিমনির মাথা ধরেচে তবে কি আমাদের মাথা কেটে ফেলতে হবে নাকি?

বনমালী

আজ্ঞে আমি কি আর তাই বল্লুম?

যোগেশ

তাই তো বললে, বল্লে না আবার কি রকম?

গোপেশ্বর

আস্তে কথা বলব? কেন, কার হুকুম? বলব না আস্তে। আরো চীৎকার করবো। এসো তো সবাই—প্রচণ্ড চীৎকার করা যাক্। আস্তে কথা বলবে,—যেন দায় পড়ে এসেচি এখানে! কত লাখোপতি—

মুকুন্দ

তোমার দিদিমণি এ কোলাহল সহ্য করতে না পারেন তবে অন্যত্র চলে যান্।

মনু

তাকে মাথার দিব্যি দিয়ে এ-বাড়িতে রাখেনি তো কেউ।

বনমালী

আজ্ঞে, এ তারই বাড়ী,—তিনি আর যাবেন কোথায় ?

যোগেশ

কি রকম ?

মুকুন্দ

[যোগেশ প্রভৃতিকে] বলেছিলুম কিনা যে ছুঁড়ি আমাদের কর্ত্তার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। যা সোমত্ত মেয়ে,—তারপর কর্ত্তাটিও আইবুড়ো,—হবে না কেন ?

গোপেশ্বর

আরে আমরা কি আর বুঝিনা,—ঐ জন্যই উঠেছিলেন এসে এখানে।

বনমালী

আজ্ঞে বাড়িটা দিদিমণির বাবা কিনে নিয়েছেন। এখন এটা তাদেরই বাড়ি। [সকলে বিস্ময়ে চাহিল]

কয়েকজন

তবে তো আমাদের আজই চলে যেতে হবে।

মুকুন্দ

কি রকম, আমাদের খবর না দিয়েই বিক্রি ক'রে দেওয়া হ'লো! কি রকম কথা হ'ল এ শুনি।

যোগেশ

আমাদের কোন ব্যবস্থা না করেই পালাল না কি ছোঁড়া?

গোপেশ্বর

সোজা কথা হচ্চে বাড়ী যারই হোক্ এখান থেকে আমরা উঠ্‌চি না।

মনু

আমাদের একটা occupancy right হয়ে গেছে। কিন্তু শোন চন্দর কথা হচ্চে এই যে আমার ডিমের পোচ্ হয়েছে?

অখিল

[গর্জ্জাইয়া] আর আমার পেস্তার সরবত।

গোপেশ্বর

আর আমার কাঁচা ছানা আর মিশ্রি। বলি সকলের খাবার তৈরি হয়েছে আমাদের?

বনমালী

আজ্ঞে রুটী আর হালুয়া প্রস্তুত আছে।

অখিল

আর আমার পেস্তার সরবত?

মনু

আমার পোঁচ?

গোপেশ্বর

আমার কাঁচা ছানা ?

বনমালী

আজ্ঞে সে-সবের আমি কি বলব। দিদিমণি যা করতে বল্লেন তাই আমি করেছি বইত নয়। যার চাকর তার হুকুম ছাড়া আমি আর—[অখিল যেন লাগাইয়া দিবে এমনি রকম ঘুসি বাগাইতে লাগিল। গোপেশ্বর যেন রাগিয়া আগুণ। মনু বিরক্ত। যোগেশ পর্য্যন্ত দুঃখিত]

গোপেশ্বর

আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেব তোমার রুটী আর হালুয়া।

অখিল

থেঁৎলে তোমায় হালুয়া বানিয়ে ছাড়ব।

মনু

ভোরে পোচ না হ'লে আমার চলেনা,—তোমাদের অত্যাচারে টায়ার্ড হয়ে পড়ছি দাদা। রুটী আর হালুয়া তোমার দিদিমণিকে দাও গে।

যোগেশ

রুটী আর হালুয়া একটা খাওয়া হলো—পেটে গেলে বমি হয়ে যাবে। [ধীরে ধীরে বনমালী ঘরের বাহির হইয়া গেল]

গোপেশ্বর

ব্যাটা চলেই গেল দেখা যায়।

মনু

পোচের আশা নেই।

অখিল

পেস্তার সরবত ও আর হ'লো না।

যোগেশ

কিন্তু ক্ষিধেতে পেট চোঁ-চোঁ করচে দাদা। রুটী আর হালুয়া নেহাৎ খারাপ জিনিষ নয়। কি বলেন মুকুন্দবাবু—

মুকুন্দ

তা বটে।

মনু

চলুন, যা পাওয়া যায় তাতেই লাভ।

গোপেশ্বর

[মুখ বিকৃত করিয়া] রুটী আর হালুয়া আবার একটা খাবার। তবে,—হ্যা চল। [সকলে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল]

[অন্য দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল অর্দ্ধেন্দু ও একটু পরেই সুনীতা]

সুনীতা

কি ভয়ঙ্কর; আপনি এখানে কেন? সমস্ত প্লট এক্ষুনি মাটি হয়ে যাবে। আপনাকে পেলে ওরা কি আর বসে থাক্‌বেন!

অর্দ্ধেন্দু

কিন্তু এর পরেই কি আমাকে আস্ত রাখ্‌বে ?

সুনীতা

সেটা পরের কথা। বর্ত্তমানে আমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছেন সেটা রক্ষা করাই আপনার সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য ! কেবল খাবার সময়ে চুপি চুপি বাড়ি আস্‌বেন আর অনেক রাত্তিরে শুতে। [হাসিয়া] বাড়ি তো আর আপনার নয় এখন, আমরা কিনে নিয়েচি ;—আমি যা করব শুনতে হবে।

[আশঙ্কিত] সত্যি ওদের তাই বলেচেন নাকি ? বাড়ি বিক্রী করে' দিয়েচি ?

সুনীতা

[হাসিয়া] দিদিমণির নামে অর্ডার পর্য্যন্ত সব পাশ্‌ হচ্চে, বলেন কি। আর আমাকে কী গালাগালি ওরা দিচ্ছেন তার—

অর্দ্ধেন্দু

কেন মিছে মিছি আমার জন্য গালাগাল যেচে নিচ্ছেন ? তার চেয়ে ওরা আছেন থাকুন, যদ্দিন পারি খাওয়াই। আর ওরা কি সহজেই এখান থেকে যাবেন মনে করেছেন ?

সুনীতা

অতিথদের জন্য আপনার একটা মায়া হ'য়ে গেছে সন্দেহ হচ্চে আমার কিন্তু একটু মায়াও নেই। আপনার বাড়িটা

একটা আল্‌সের আড্ডা হয়ে উঠবে, ভালোমানুষ পেয়ে যত রাজ্যের যত ভ্যাগাবণ্ড এসে অত্যাচার লাগাবে আপনার ওপর সে আমি সহ্য করতে পারিনে। নইলে পরশুই তো আমাদের চলে যাবার দিন ছিল,—বাবাকে কিছুতেই যেতে দিলুম না।

অর্দ্ধেন্দু

তা আপনারাই বা অত শীগ্‌গির চলে যাবেন কেন?

স্থনীতা

আপনার অতিথদের না তাড়িয়ে আমি যাচ্ছি না।

অর্দ্ধেন্দু

তারপর?

স্থনীতা

তারপর আর কি। তারপর চলে যাব।

অর্দ্ধেন্দু

[অন্যমনস্কভাবে স্থনীতার দিকে চাহিয়া] কেন?

স্থনীতা

[হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া] কেন? কেন আবার কি। আপনার অতিথ্‌দের ওপর বড্ড মায়া দেখতে পাই।

অর্দ্ধেন্দু

[মৃদু হাসিয়া] বড্ড।

সুনীতা

[ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া] উঃ, আপনাকে ভদ্রলোকেরা এ কদিন ধরে কি জ্বালাতনই করেছে তাই শুধু আমি ভাবি। অথচ আপনি যে কিছু করবেন তা আপনার দ্বারা হয়ে ওঠে নি। অত মুখ-চোরা কেন আপনি ?

অর্দ্ধেন্দু

মুখ খুলব তবে ?

সুনীতা

আমার কাছে নয়, ওদের কাছে গিয়ে খুলুন।

অর্দ্ধেন্দু

[মৃদু হাসিয়া] ওদের কাছে নয়, শুধু আপনার কাছে।

সুনীতা

[লজ্জিত ভাবে] তাতে বীরত্ব নেই কিছু।

অর্দ্ধেন্দু

বীরত্ব ? বীরত্ব চাই নে। বীরত্বে আমার কি হবে বলুন তো,—সেই সম্মানের বুদ্‌বুদ্‌—সেক্সপীয়ার যাকে বলেছে, bubble reputation,—তা দিয়ে আমার কি প্রয়োজন। আমার প্রয়োজন—

থাক্ থাক্ যথেষ্ট মুখ খুলেছে। আর খুলতে হবে না।

[হাসিয়া] কেবল আরম্ভ হ'লোতো।

স্থনীতা

শেষও এইখানেই করুন। যারা খেতে গিয়েছিল তারা ফিরলেন বলে। আর এসেই যদি দেখেন যে বাড়ির ভূতপূর্ব্ব [হাসিয়া] মালিক এইখেনে বসে আছে তবে একটা বিপ্লব না বাধিয়া আর ছাড়বেন না।

অর্দ্ধেন্দু

বীরত্ব দেখাবার তবে একটা ক্ষেত্র পাওয়া যাবে,—আমার বীরত্ব নেই বলে আপনার যে আক্ষেপ সেটা দূর ক'রে দেওয়া যেত।

স্থনীতা

[হাসিয়া] আমার কাছে দাড়িয়ে যেটা বীরত্বের বড়াই করছে সেটা ওদের সুমুখে জলে না দাঁড়ালে বাঁচি।

অর্দ্ধেন্দু

আপনার সঙ্গে আর কথায় পারা যাবে না। অতএব কি করতে হবে বলুন।

স্থনীতা

শীগ্‌গির পলায়ন করুন,—ওদের আসার আগেই। সেটা বীরদের না হ'লেও মহাজনদের পন্থা। আর বীরদের প্রতি আপনার যেমন বিরাগ মহাজনদের প্রতি তেমনি ভক্তি। পলায়ন আপনাকে মানাবে ভালো।

অর্দ্ধেন্দু

আপনাকে বাড়ি থেকে একদিন তাড়িয়ে বীরত্বের পরিচয় আমি একটা দেবই।

সুনীতা

দেখা যাবে।

অর্দ্ধেন্দু

কিন্তু আমার জামার বোতামটা যে ছিঁড়ে গেছে,—এখন বের হই কি ক'রে। চলুন একটু শেলাই ক'রে দেবেন।

সুনীতা

[মুখ টিপিয়া হাসিয়া] যান্, আমি বনমালীকে পাঠিয়ে দিচ্চি। ও শেলাই করে ভালো।

অর্দ্ধেন্দু

থাক্ গে, আর একটা জামা পরে' যাবো এখন। [প্রস্থান]

[একটু হাসিয়া লইয়া সুনীতাও বাহির হইয়া গেল। তখন অন্য দরজা দিয়া অতিথ্‌রা কোলাহল করিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। পট পতন]

তৃতীয় দৃশ্য।

[সেই একই ঘর। অতগুলি তক্তপোষ আর নাই। পাশাপাশি তিনটা তক্তপোষ এক-ধারে বিদ্যমান। আর এক ধারে একটা তক্তপোষ খালি পড়িয়া আছে। তামাকের ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন। এখানে ওখানে টিকে-তামাকের ছাই, ছেঁড়া কাগজ এইসব পড়িয়া আছে। সময় সন্ধ্যা।

পট উঠিলে দেখা গেল নিজ নিজ তক্তপোষে বসিয়া আছে মুকুন্দ, বিভূতি-বুড়ো এবং গোপেশ্বর। বিভূতি আলবোলা টানিতেছে। গোপেশ্বর ক্রুদ্ধ। মুকুন্দ মর্ম্মাহত।]

মুকুন্দ

লজ্জার কথা। নিতান্তই লজ্জার কথা। একে একে সবগুলি কাপুরুষই রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করল।

বিভূতি

[চটিয়া] জাহান্নামে যাক্ তারা।

গোপেশ্বর

এই কাপুরুষরা কেনই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে,—যে জননীগণ এহেন সন্তান প্রসব করেন তাঁদের আক্কেল বলি।

মুকুন্দ

অথচ সঙ্গবদ্ধভাবে কাজ করলে কে তাদের সরায়? দিব্যি আনন্দে সবাই একত্র বসবাস করা যেত।

গোপেশ্বর

মোট কথা, তারা যাক্ আর থাকুক্ নিদেন গোপেশ্বর ভট্চায এখান থেকে নড়চেনা। যেতে পারতাম কত লাখোপতির কাছেই, কিন্তু কেন যাব শুনি? চন্দ্রকান্ত বাবুর অকালকুষ্মাণ্ড পুত্রের অতিথদের বঞ্চিত করে' পিতৃগৃহ বিক্রী করার কোন্ অধিকারটা আছে মশায়?

বিভূতি

অধিকার আছে কিনা জান্তে চাইনা,—আমার বাত

নিয়ে আমি সরি কোথায় ? চল্লেই হ'লো। এইখানে,—এইখানেই আমি থাক্‌ব,—দেখি কার বাপের সাধ্যি সরায়।

গোপেশ্বর

রইলাম আমিও। এ-বাড়ির ইট কাঠ যদ্দিন আছে, আমিও আছি।

মুকুন্দ

কাপুরুষরা গেছে যাক্‌, কিন্তু এ শর্ম্মা আরো শক্ত ধাতুর। চন্দ্র সূর্য্য কক্ষ থেকে ছিট্‌কে পড়্‌বে তো আমি এখান থেকে নড়্‌ব না।

গোপেশ্বর

নড়্‌ব কেন ? কার কথায় ? বাড়ি যদি বিক্রী হয়েই থাকে তবু ক্রেতা কোনমতে বিক্রেতার অতিথ্‌দের সেবার দায় এড়াতে পারে না। আইনের কথা আর আমাকে শেখাতে হবে না, সব ঠোঁটাগ্রে। কম দিন নায়েবী করেছি নাকি। আর বরখাস্ত হয়েছি কোন্‌ শালা বলে,—নিজের ইচ্ছায় কাজে ইস্তাফা দিয়ে এসেচে গোপেশ্বর ভট্‌চায, নয়ত কি !

বিভূতি

এক কথা আমার,—এস্থান হ'তে পাদমেকং ন গচ্ছামি।

মুকুন্দ

ঠিক্‌ ঠিক্‌ ঐ যোগেন ভট্‌চায্যির মন্টু ছোঁড়ার ভেবে-ছিলুম সাহস টাহস আছে। অখিলের মুগুর ভাজাই সার।

সবগুলিই শেষে মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল। কিন্তু এ শর্ম্মার কাছে চালাকি নয়। কমই খেতে দাও, শোবার অসুবিধে কর, মার ধোর্ যা ই'চ্ছে করতে পার, কিন্তু হার স্বীকার কর্‌বনা কোনো দিন।

গোপেশ্বর

দেখি হারেই কে আর জেতেই কে। যে সে লোকের হাতে পড়নি বাবা, নন্দনপুরের নায়েব একটা কেউ-কেটা নয়। যার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, তারই সাথে লড়তে এসেচে সে দিনের এক ছুঁড়ী।

বিভূতি

[চটিয়া] নারী-জাত অতীব অধম জাত।

মুকুন্দ

আজ্ঞে যা বলেছেন। পৃথিবীতে যত হাঙ্গামা বাধে এই এদের জন্য।

গোপেশ্বর

নারী-জাতি ধরা-পৃষ্ঠ হ'তে বিলুপ্ত হ'লে শান্তিতে থাকা যেতো, মশায়। তবে পুত্রের জন্মে বিঘ্ন হতো এই যা। শুনেচি পুং নরক নাকি অতি ভয়াবহ স্থান। এরই জন্যই তো মশায় গিন্নীকে সহ্য করে থাকি, নইলে পরে—দ্যাখতো মুকুন্দবাবু, রাত বাজে কটা।

মুকুন্দ

এইতো সন্ধ্যা হ'লো মাত্র। আর কি মুস্কিল বলুন তো

মশায়, দুপুরের ঘুম ঘুমিয়ে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই রোজ দেখি রাত্রি হয়ে গেছে।

গোপেশ্বর

তা দিবা-নিদ্রা অবহেলার জিনিষ নয়। স্বাস্থ্যের পক্ষে ওটা অপরিহার্য্য। দুপুরে যদি না ঘুমোও দেখ্‌তে দেখ্‌তে কদিনের মধ্যে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে।

বিভূতি

তাই যদি না হবে তবে আর আমি সারাক্ষণ শুয়ে থাকি কেন? আর মাসখানেক যদি নির্ব্বিঘ্নে শুয়ে কাটাতে পারি তবে অসুখ বিসুখ কি আর ঘেঁষতে পারবে? তবে খাওয়াটা যুৎসই চাই। কিন্তু কি অবিবেচকের পাল্লায়ই পড়েছি যে এদিকে কোনই দৃষ্টি নেই। এখন স্বাস্থ্য থাকে কি ক'রে, হ্যা?

মুকুন্দ

একা যদি পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় তাও রাজী, মোদ্দা এ দেহে জীবন থাকৃতে এ স্থান থেকে নড়্‌ছি না। কাল থেকে বেড়াতেও আর যাব না। কে জানে মশায়, দেউড়ীর গেট যদি বন্ধ করে দেয় তবেই গেল।

গোপেশ্বর

যা বলেছ দাদা। বরঞ্চ—[এমন সময় বনমালী ঘরে প্রবেশ করিল। তার হাতে গোটা-দুয়েক বালিশ, বিছনার চাদর ইত্যাদি। পরিত্যক্ত বিছানাটার কাছে গিয়া সে চাদর

বালিশ পাতিয়া ঠিক করিল। উল্টো দিকের একটা দরজা অর্দ্ধেক খোলা হইল! তার ভিতর দিয়া দেখা গেল সুনীতাকে। সে ইসারা করিয়া কি যেন বনমালীকে বুঝাইয়া দিল]

মুকুন্দ

এ বিছানা হচ্চে কার ?

বনমালী

আজ্ঞে দিদিমণির এক পিস্‌তুত ভাইয়ের মামাশ্বশুরের।

গোপেশ্বর

ভালো ভালো। তোমার দিদিমণির যে দিল্ বড় দরাজ হয়ে গেছে,—নইলে অতিথিকে দরজা থেকে বিদায় না করে শোবার জায়গাও একটা করে দেওয়া হচ্চে! বড় কম কথা নয়।

বিভূতি

[চটিয়া] অতিথ্ যে দেবতা সে জ্ঞান্‌টা এদ্দিনে হয়েছে নাকি ?

বনমালী

আজ্ঞে না, সে ভদ্রলোক নেহাৎ ঠেকায় পড়েই এখানে এসে' উপস্থিত হচ্চেন। হোটেলেই এসে তো তিনি বরাবর ওঠেন, কিন্তু এবার কোনো হোটেলে-মেসে নেবে না আর তাকে।

মুকুন্দ

কেন হে, ফেরারী নাকি?

গোপেশ্বর

তবে তো তাঁকে এ-ঘরে থাকতে দিতে পারিনে। আমার ব্যাগে কম করে কোন্ তিন চার টাকা না আছে!

বিভূতি

[চটিয়া] কী এত বড় আস্পর্দ্ধা, চোর বাট্‌পাড় সঙ্গী করবে আমাদের! জাননা আমরা কোন বংশ জাত? গোকুল-ডাঙার বাড়ুয্যের বংশের—

বনমালী

আজ্ঞে না, তিনি চোর বাট্‌পাড় মোটই নন্—সকালে বিকালে সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন,—নিরিমিষ খান্,—

মুকুন্দ

অমন বক-ধার্ম্মিক অনেক ব্যাটাকেই দেখা গেছে,—তাই ব'লে ভদ্রলোকের সাধু-সঙ্গ তার জন্য নয়। অন্যত্র তার ব্যবস্থা করো।

বনমালী

আজ্ঞে জানেন তো অন্য সব ঘরই চুণকাম হচ্চে। দিদিমণির, বড় বাবুর আর আপনাদের এই তিন ঘর বাদে সবগুলি বাঁশে আর চুণে ঠাসা। আর একটা জায়গা নেই যে তাতে শোবার ব্যবস্থা করতে পারি। [বনমালী চলিয়া যাইতে যাইতে ঘরের শেষ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা

দরজা অর্দ্ধেক ফাঁক হইল। দেখা গেল সুনীতা তাকে ইসারাতে কি বলিতেছে]

বনমালী

[ফিরিয়া আসিয়া] আজ্ঞে আপনাদের সব টিকে হয়েছে তো ?

গোপেশ্বর

তুই ছিলুম টানা যায় না তো টিকে হয়েছে ! কত পয়সার টিকে আনো শুনি ?

বনমালী

আজ্ঞে আমি সে কথা বলছি না। বলি বসন্তের টিকে নিয়েছেন আপনারা ?

মুকুন্দ

[শঙ্কিত হইয়া] কেন হে চন্দর, বলি সহরে মা শেত্‌লার গুরুতর প্রকোপ আরম্ভ হয়েছে নাকি ? [হাত জোর করিয়া শীতলার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া] কী ভয়ানক ব্যামো দাদা, টিকে দাও আর না দাও কি আর আসে গেল। যেবার পরিবারের ওপর হয় মা শেত্‌লার দয়া,—যেই নি শোনা মুকুন্দ চক্কোর্ত্তীকে আর কোন্ শালা ঘরে বেঁধে রাখে। বাপ্‌রে বাপ্, কি ব্যামো,—শুন্‌লে গা শিউরে ওঠে [আবার হাত জোড় করিয়া প্রণাম]

বনমালী

আজ্ঞে না টিকে হ'লে আর তেমন ভয় নেই। তবু একটু

সাবধান থাকবেন। দেখবেন যেন ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়,—একই ঘর কিনা একটু সতর্ক থাকা ভালো।

মুকুন্দ

[শঙ্কিত] ছোঁয়াছুঁয়ি! ছোঁয়াছুঁয়ি কার সাথে!

বনমালী

আজ্ঞে ঐতো দিদিমণির পিসতুত ভাইয়ের মামাশ্বশুরের সাথে। এই বিছানাই ওর থাকার ব্যবস্থা করা হ'লো কিনা। কি বলব বাবু সারা গা ছেয়ে গিয়েছে,—

মুকুন্দ

কী সর্ব্বনাশ!

বিভূতি

কোন্ শালা আনে তাকে দেখি। খপরদার—

গোপেশ্বর

বলি এখানে আনার কি দরকার? ইচ্ছে হ'লেই হ'ল আর কি,—আমরা কি আর মানুষ নই,—আমাদের জীবনের মূল্য তুমি মূর্খ কি জান? নন্দনপুরের নায়েব, একটা কেউ-কেটা নয়। আর মহামারীগ্রস্ত একটা কুলাঙ্গারকে বাড়িতে স্থান দেবার কোন্ প্রয়োজনটা হ'লো?

বনমালী

আজ্ঞে একটা লোক অচিকিৎসায় অশুশ্রূষায় বিঘোরে বিদেশে এসে প্রাণ হারাবে সেই কি আর একটা ভালো কথা হ'লো! তাইতো দিদিমণি তাকে থাকতে বল্লেন। আর

ঘর ঠিক নেই বলেই তো আপনাদের এখানে আন্‌তে হ'লো নইলে আর,—হ্যাঁ যাই, শ্যালদর কাছে এক হোটেলে তিনি পড়ে' আছেন। আনবার ব্যবস্থা করিগে। [প্রস্থান]

বিভূতি

ধৃষ্টতা দেখে মারা যাই। না যদি থাক্‌তো পিঠে বাতের বেদনা তবে দেখে নিতুম কোন্‌ শালা আসে ঘরে।

গোপেশ্বর

সম্মুখরণে না পেরে এখন যমকে লেলিয়ে দিয়ে ভয় দেখাচ্চে। কিন্তু বাবু যে সে লোক নই আমি,—রইলুম এখানে,—তা মহামারীই আসুক আর প্লেগই আসুক।

মুকুন্দ

না মশাই, আমি আর না। যে স্থানে মায়ের দয়া [নমস্কার করিয়া] সে স্থানে আমি আর নই। প্রাণে বাঁচলে তবে তো মশায় থাকা আর খাওয়া। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়,—এক্ষণি আমি চল্লুম। [বোচ্‌কা গুছাইয়া ছাতা লইয়া হাস্যকর দ্রুততার সহিত প্রস্থান]

গোপেশ্বর

নিতান্ত কাপুরুষ! পলায়ন করল।

বিভূতি

[ক্রুদ্ধভাবে] আসুক সেই মহামারীগ্রস্ত নরাধম। এক দিনেই তার পঞ্চত্বের ব্যবস্থা না করি তো আমার নাম বিভূতি নয়। কিন্তু তার ভয়ে নড়্‌ব ? হাস্যকর!

গোপেশ্বর

আমরা আজও রইলাম, কালও রইলাম।

[দরজা খুলিয়া এমন সময় প্রবেশ করিল বনমালী। তার পিছনেই হ্যাট্‌-কোট পরিয়া আর একজন লোক; তাহার বুক পকেট হইতে ষ্টেথিস্কোপ উঁকি দিতেছে,—ডাক্তার নিশ্চয়। আর একটা দরজা অর্দ্ধেক ফাঁক হইলে দেখা গেল সুনীতা কি ইসারা করিতেছে]

বনমালী

[ডাক্তারকে] আজ্ঞে ইনিই রোগী,—বহুদিন যাবৎ পিঠে বাতের ব্যথা হয়ে কষ্ট পাচ্চেন। [বিভূতিকে] ইনি হলেন ডাক্তার সাহেব। বহুদিন ধরে শুধু-শুধু কষ্ট পাচ্ছেন এই জন্য দিদিমণি শেষে এঁকেই আনালেন।

বিভূতি

[বিরক্ত] মশায়ের নাম কি?

ডাক্তার

নাম দিয়ে আর কি হবে? তবে জেনে রাখুন আমি বাত রোগের স্পেশালিষ্ট্। [আগাইয়া আসিয়া] বেদনাটা কোথায় দেখি।

বিভূতি

কত চুল পাকা টাক-ওয়ালা বদ্যি-হেকিম হাঁড়ির হাল্ আর সেদিনকার এক ছোকরা এসেছেন চিকিচ্ছে করতে।

ডাক্তার

দেখুন, কথা কাটাকাটি করবার আমার সময় নেই। চৌষট্টি টাকার একটা ভিজিটের জন্য আর দু-ঘণ্টা সময় নষ্ট করতে পারিনে। বেদনাটা কোথায় বলুন।

বনমালী

আজ্ঞে ওনার বেদনা হচ্চে পিঠে। কী কষ্টটা মাস তিনেক ধরে পাচ্ছেন সে আর কি বলব। বিছানায় শুয়ে শুয়েই খাওয়া-পরা, মাথা ধোওয়া,—একটু নড়লে চড়লেই পিঠের ব্যথাটা চাগিয়ে উঠে।

ডাক্তার

কদ্দিন ধরে বল্লে ?

বনমালী

মাস তিনেকের ওপরে হবে।

ডাক্তার

কি, মাস তিনেক ধরে পিঠে বেদনা,—আর কোন ওষুধেই সারেনা! সিরীয়াস্ কেস, বলি পেকে টেকে যায় নাই তো [বিভূতির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া] উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন দেখি। [বিভূতি অনিচ্ছার অভিনয় করিল। কিন্তু ডাক্তার এক রকম জোর করিয়াই তাহাকে উপুড় করিয়া শোয়াইয়া দিল। তারপর নানা রকম ভাবে সেই স্থানের পরীক্ষা চলিল। কাসুন তো একবার [বিভূতির তথাকরণ]। জোরে নিঃশ্বাস

নিন্। [তথাকরণ]। [পরীক্ষা করিতে করিতে ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তার-পর আঙ্গুল দিয়া পিঠ্‌টা টিপিয়া বিমর্ষমুখে সরিয়া বসিল] [বনমালীকে] কোন্ ডাক্তার এতদিন ওর চিকিৎসা করেছিল, বলোতো,—তার নামে আমি কেস্ করব। এ অত্যন্ত সিরিয়াস অবস্থা,—যখন—তখন একটা যা-তা হয়ে যেতে পারে। অথচ সেই হাতুড়ে ডাক্তার এতদিন টেরও পেলনা।

বনমালী

[শঙ্কিতভাবে] আজ্ঞে অবস্থা কি খুব খারাপ ?

ডাক্তার

খারাপ ? এর চেয়ে খারাপ কেস্ আমার হাতে পড়েনি কখনো। সমস্ত পিঠ একেবারে পেকে গেছে।

বনমালী

এখন উপায় ?

বিভূতি

কোথাকার তুমি ডাক্তার ভয় দেখাতে এসেচ। বলি পাকা ডাক্তার যে হয়ে উঠেচ, কটা রোগী মরেছে তোমার হাতে ? শতমারী না হ'লে আবার বদ্যি কি রকম !

ডাক্তার

চুপ করুন, অল্প ষ্ট্রেইন হ'লেই হার্ট-ফেল করা অসম্ভব নয়।

বনমালী

এখন কি উপায়, ডাক্তার সাহেব ?

ডাক্তার

যদি বাঁচাতে হয় এক্ষুনি ওর পিঠে অস্ত্র করতে হবে। সারা পিঠটা আক্রান্ত, ক্লোরোফর্ম্ম করে সারা পিঠ না ফেড়ে ফেল্‌লে সেপ্‌টিক হয়ে মরবে। তুমি গরম জল করতে ব'লে দাও, আমি আধঘণ্টার ভেতরই অস্ত্রটস্ত্র নিয়ে এসে হাজির হ'ব।

বিভূতি

এত গণ্ডা ডাক্তার কবরেজ গেল কেউ অস্ত্র করল না, আর বিলেত থেকে বড় বিছে শিখে এসেচেন অস্ত্র না করলে তার চলেনা। ওষুধ দাও মাখতে পারি,—কাটাকুটি মরে গেলেও করতে দেবনা। পিঠটা আমার সে জ্ঞান আছে তো ?

ডাক্তার

তা আছে। কিন্তু আপনি রাজী হ'ন্ আর নাই হ'ন্ আমাকে কর্ত্তব্যের খাতিরে অস্ত্র করতেই হবে। আর অত বড় একটা অপারেশান্ মেজর মিত্রকেই ডেকে আন্‌ব মনে করছি। কারণ একটু এদিক ও-দিক হ'লে আর রক্ষা নেই।

বিভূতি

কোন্ শালা অস্ত্র করে আমার পিঠে।

ডাক্তার

[বমমালীকে] অস্ত্রের কথা শুনে এর ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে, সন্দেহ হচ্চে। দেখো ইনি যেন বিছানা থেকে উঠে পালাতে চেষ্টা না করেন। আমি শীগ্‌গীরই

অস্ত্রশস্ত্র-গুলি আর মেজর মিত্রকে নিয়ে আসছি। আর গরম জল যেন ঠিক থাকে। [ডাক্তারের প্রস্থান।]

বনমালী

[বিভূতিকে] উঠে বসতে চেষ্টা করবেন না কিন্তু, বাবু। ভয়ের আর এতে কি আছে; অস্ত্র হ'তে গিয়ে অনেকে মারা পড়ে বলে আপনিও যে মরবেন তার কি কথা আছে। [প্রস্থান]

বিভূতি

[গোপেশ্বরকে] কাণ্ডখানা দেখুন তো মশায়, কাণ্ডখানা দেখুন তো। কোথা থেকে এক ভূঁইফোঁড় এসে বলে বসলেন কিনা পিঠ ফেঁড়ে ফেলবেন। এখন কি করি মশায় বলুনতো—এখন উপায়টা কি করি,—এযে সত্যি সত্যি ছুরি আন্‌তে

গোপেশ্বর

পিঠ যদি পেকে' যেয়ে থাকে তবে অস্ত্র না করে আর করে কি ?

বিভূতি

পিঠ পেকেছে না ওর মাথা হয়েছে। মশায় আমার অসুখ, আমি জানিনে ? পিঠ আমার পাকা দূরের কথা এমন কি বেদনার বংশও পিঠের আশে-পাশে নেই। বাত মশায় আমার কোনো কালে ছিল না।

গোপেশ্বর

তবে ?

বিভূতি

তবে আর কি। বাতের নাম দিয়ে ক'মাস ছিলুম সুখে, তা মশায় ভাগ্যে সে সুখও সইলনা। ব্যাপার ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে আস্‌ছে,—শেষে সুস্থ পিঠেই ব্যাটারা ছুরি লাগাবে দেখ্‌তে পাচ্ছি। এখন উপায়টা কি করি বলুন তো,—জীবনটা শেষে খোয়াব নাকি।

গোপেশ্বর

তবে মশায় আর দেরী কর্‌বেন না। ব্যাটারা এসে পড়বার আগেই পোট্‌লা পুট্‌লী নিয়ে সটান চম্পট দিন্।

বিভূতি

[উঠিয়া দাঁড়াইয়া] তা ছাড়া আর উপায় নেই। [পোট্‌লা পুট্‌লি গুছাইয়া লইয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া এক ছুট্]

গোপেশ্বর

[হাই তুলিয়া উঠিয়া পড়িয়া] যাই একটু জলটল খেয়ে আসি। নবাবপুত্র ব্যাটাদের ডেকে তো আর পাওয়া যাবেনা [তখন অন্য দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল সুনীতা, অৰ্দ্ধেন্দু, বনমালী]

সুনীতা

[অৰ্দ্ধেন্দুকে] আপনার সোফারটা যে অত ভাল

থিয়েটার করতে পারে তা আমি ভাব্তেই পারতুম না। অথচ ডাক্তারের পার্টটা করে এলো একেবারে নিখুঁত।

অর্দ্ধেন্দু

বুড়োটা যে মিথ্যা করে এদ্দিন বাতের অভিনয় করেছিল সেটা আমি ভাবতেই পারিনি,—সেটা সোফারের চেয়েও ভালো হয়েছিল। তবে এদের এম্নি ক'রে তাড়ান কি ঠিক হচ্চে।

সুনীতা

একশোবার হচ্চে। যারা শঠতা করে পরের ঘাড়ে পা দিয়ে থাক্বে, নির্ব্বোধ না হ'লে আর কেউ তাদের চিরদিন সহ্য করেনা।

অর্দ্ধেন্দু

কিন্তু—

সুনীতা

কিন্তু কিছু নয়। আপনি এখন চুপ করে থাকুন। দেখুন ব'সে ব'সে কেমন ক'রে এই গোফ্-আলা গোপেশ্বরকে তাড়াই। এটা কি ভয়ানক মানুষ বলুন, একেবারে আঠার মত আট্‌কে রয়েচে। অথচ ওকেই নাকি কত লাখোপতি বাড়ি নেবার জন্য লালাচ্ছিল। [বনমালীকে] দেখ ঠিক যখন শ' আটটা বাজ্‌বে, তখন দেবে সব মসালগুলিতে আলো জ্বেলে! আর চাকরগুলিকে সব জোগাড় করে ঠিক ঐ গোপেশ্বর বাবুর ঘরের পাশে এক-একটা করে মসাল হাতে

দাঁড় করিয়ে দেবে। আর বিস্তর ধূপ ছিটিয়ে দেবে তার ওপর,—আগুণ যেন খুব উঁচুতে ওঠে। আর ফট্‌কা ছোটাবে, আর সব হৈ-হৈ চীৎকার। রীতিমত একটা অগ্নিকাণ্ড করা চাই। তারপর দেখি বুড়ো কেমন করে বাড়ির বের না হয়। তোমার ঠিক আছে তো সব, যেমন সব ব'লে দিয়েছিলুম?

বনমালী

সব ঠিক, দিদিমণি।

অর্দ্ধেন্দু

তার চেয়ে সোজাসুজি বলে দিলেই তো হ'তো।

সুনীতা

সোজাসুজি বলে দিলে হ'তো কিনা এ সম্বন্ধে আমার বিস্তর সন্দেহ আছে,—আর সন্দেহ যে অমূলক নয় তা আপনিও জানেন। কিন্তু বুড়োকে খানিকটা শাস্তি না দিয়ে আমি ছাড়্‌বনা কিছুতেই। [বনমালীকে] আর দারোয়ানকে আবার ব'লে রাখ, যেই বুড়ো ফটকের বার হয়েছে,—অমনি গেট্‌ দেবে আট্‌কিয়ে। লাখোপতির বাড়ীতেই এখন ওর যাওয়া দরকার। নইলে তারা রাগ হবে যে। [অর্দ্ধেন্দুকে] আসুন এখন আমরা যাই,—অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রায় হ'য়ে এলো। [হাসিয়া] বাড়ি আপনার ইন্সিওর করা আছে তো?

অর্দ্ধেন্দু

[হাসিয়া] আছে,—আপনার কাছে।

[সকলের প্রস্থান]

[একটু পরে গোপেশ্বর পুনঃ প্রবেশ করিল।]

গোপেশ্বর

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আছে যে সন্ধ্যা-নিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রশস্ত। অতএব স্বাস্থ্য লাভে আর বাধা কি। [বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। একটুক্ষণ শান্তিতে কাটিল। গোপেশ্বরের তন্দ্রাও আসিয়াছিল। সহসা কক্ষের চারিদিক আগুণের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—তাহাদের শিখা যেন ঘরের ভিতরেও প্রবেশ করিতেছে। ফট্‌ফট্ শব্দ হইতেছে। আগুণ আগুণ বলিয়া আর্ত্ত ভীত চীৎকার উঠিল,—চারিদিকে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল।

ঘুম-বিজড়িত চোখে উঠিয়া বসিয়া গোপেশ্বর ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। কোথা হইতে আগুণের আঁচ আসে। ফট্‌ফট্ করিয়া বুঝি দুয়ার জান্‌লা ফাটিতেছে। আগুণ—আগুণ বলিয়া বিষম কোলাহল। [সহসা সেই ডাক্তারের প্রবেশ।]

ডাক্তার

পালান্ পালান্ মশাই। বাড়ি-ঘর পুড়ে' ছাই হয়ে গেল। আর এক মিনিট দেরী করলে পুড়ে আপনিও কয়লা হ'য়ে যাবেন। শীগ্‌গীর আসুন আমার সাথে।

গোপেশ্বর

[চীৎকার] কী সর্ব্বনাশ, কী সর্ব্বনাশ, পৈত্রিক প্রাণটা খোয়ালাম শেষে! মাগো, আমার কি হবে গো। বাবা! বাবা!

ডাক্তার

চলে আসুন।

গোপেশ্বর

আমার ব্যাগ্ যে পড়ে রইল [কান্না]।

ডাক্তার

তবে পুড়ে ছাই হোন।

গোপেশ্বর

ওরে বাবা, যাই কোথা, চারদিকে যে আগুণ! এবার যদি প্রাণে বাঁচি তো কানমলা,—গিন্নীর পাশ ছেড়ে আর এক মুহূর্ত্ত কোথাও নড়্‌ব না [দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া ডাক্তারের আগেই ছুট্ দিল। কাছা খুলিয়া গেল। ব্যাগ পড়িয়া রহিল। চেয়ারের সাথে গুঁতা খাইল। আশে পাশের জিনিষ-পত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া খালি গায়ে খালি পায়ে গোপেশ্বর বাহির হইয়া গেল। পিছনে, পিছনে হাসিয়া ডাক্তারের প্রস্থান।

কিছুক্ষণ রঙ্গমঞ্চ খালি রহিল। আগুণের চিহ্নমাত্র নাই। ভিতর হইতে হাসির এক হর্‌রা উঠিয়াছে।

তারপরে প্রবেশ করিল সুনীতা ও পরে অর্দ্ধেন্দু]

সুনীতা

[হাসিয়া] এত অগ্নিকাণ্ডেও বাড়িটা পুড়্‌ল না যা হোক্।

অর্দ্ধেন্দু

[হাসিয়া] আপনার কাছে যে ইন্‌সিওর করা আছে!

সুনীতা

সত্যি ?

অর্দ্ধেন্দু

[হাসিয়া] হ্যা।

সুনীতা

যাক্ আমার কাজ সারা হয়েছে। কালই আমরা বোম্বাই

কেন ?

সুনীতা

আরে কি মুস্কিল! বাড়ি ফিরে যাব না ?

এত শীগ্‌গীর ?

সুনীতা

আমরা তো আর আপনার সাক্ষাৎ মাসতুত ভাইয়ের সাক্ষাৎ কাকার শ্বশুর নই যে বাড়িতে আগুন লাগা না পর্য্যন্ত বিদেয় হব না। [হাসি] এদ্দিনই আর কে আপনার বাড়ি থাক্‌ত,—কেবল ঐ ভ্যাগাবণ্ডদের তাড়াবার জন্যই তো।

অর্দ্ধেন্দু

অতিথ্ না হ'লে আমার চলে না জানেন তো—হাঁপিয়ে উঠি। [স্থনীতার পানে চাহিয়া হাসিয়া] অতিথির ওপর একটা মায়া পড়ে গেছে।

স্থনীতা

[না দেখা অভিনয় করিয়া] বেশ বিভূতিবাবুকে তার করে দিই।

অর্দ্ধেন্দু

উহুঃ, ভাল নয়।

স্থনীতা

[ঔদাসীন্য অভিনয় করিয়া] তবে মুকুন্দবাবু ?

অর্দ্ধেন্দু

[স্থনীতার দিকে চাহিয়া হাসিয়া] যাঃ

স্থনীতা

আমি চল্লুম।

অর্দ্ধেন্দু

আমার অতিথ্দের তাড়িয়ে এখন বুঝি চল্লেন। তা হবে না,—অতিথ্দের যেমন তারিয়েছ তেমনি [হাসিয়া] তোমাকে থাক্তে হবে। আর একদিন দু'দিনের জন্য নয়,—সারা জন্মের জন্য। অর্দ্ধেন্দু স্থনীতার কাছে আগাইয়া গেল।]

সুনীতা

['দূর' বলিয়া মিষ্টি করিয়া মুখ ভেঙ্‌চাইয়া দুষ্টু মেয়ের মত ছুট্ দিল। অৰ্দ্ধেন্দু তাহার পিছনে ছুটিতেছিল, সহসা চেয়ারে পা বাঁধিয়া পড়িয়া যাইবার অভিনয় করিয়া]

অৰ্দ্ধেন্দু

[ব্যথা পাওয়ার অভিনয় করিয়া] ঈঃ মাগো, গেলুম, [উপুড় হইয়া বসিয়া পড়িল। সুনীতা ফিরিয়া দাঁড়াইল। তার পর শঙ্কিতভাবে কাছে আসিয়া ।

সুনীতা

কি হ'লো ?

অৰ্দ্ধেন্দু

[তেমনি] উঃ মাগো !

সুনীতা

চেয়ারটাতে উঠে বসুন, দেখি কি হয়েছে। [অৰ্দ্ধেন্দুকে উঠিতে সাহায্য করিল। চেয়ারে বসিলে পরে] কোথায় লেগেচে ?

অৰ্দ্ধেন্দু

[সুনীতার হাত চাপিয়া ধরিয়া] এইখানে [বুক দেখাইয়া দিল। তারপর সুনীতার হাত টানিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া চক্ষু বুজিল। ভাবাবেশে চেয়ারে ঝুকিয়া পড়িয়াছিল হয়ত বেশী। সহসা চেয়ার-সহ অৰ্দ্ধেন্দু উল্টাইয়া পড়িল। সুনীতা তাড়াতাড়ি তাহার কাছে ছুটিল।]

যবনিকা।